"স্বদেশী সমাজ"

ব্যাধি ও চিকিৎসা

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র রায় প্রণীত

কলিকাতা
চেরী প্রেস
১৯নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট

ভূমিকা

গত শ্রাবণ মাসের "প্রবাসী" পত্রিকায় "স্বদেশী সমাজ—ব্যাধি ও চিকিৎসা" শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাই পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত করিয়া এই পুস্তিকায় পুনর্মুদ্রিত করিলাম।

কলিকাতা,
৫ই ভাদ্র, ১৩১১ } শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র রায়

"স্বদেশী সমাজ"—ব্যাধি ও চিকিৎসা

আজ কাল শিক্ষিত সমাজে অনেকেরই মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে, কংগ্রেস কন্‌ফারেন্স্ আদি আন্দোলন শুধু পঙ্গুর ভিক্ষাবৃত্তি মাত্র, বিজিত জাতির রাজনীতি চর্চ্চা অত্যন্তই বিড়ম্বনা, ইংরেজ সরকারের নিকট আবদার ও আবেদন করা শক্তি ও সময়ের অপব্যবহার মাত্র, এবং একটা অভিনব স্বদেশী সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার একজন সমাজপতি নির্ব্বাচন না করা পর্য্যন্ত এ হতভাগ্য অন্নজলক্লিষ্ট ম্যালেরিয়া-প্লেগ-প্রপীড়িত দেশের আর কোন আশা ভরসা নাই।

কিছুদিন অবধি ভারতবর্ষের নানাস্থানে এইরূপ একটী বিদ্রোহ সঙ্গীত অনেকেরই কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইতেছে। সম্প্রতি কলিকাতায় বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই মর্ম্মে প্রবন্ধ পাঠ করিয়া একটা স্বদেশী সমাজ গঠন কল্পে সাধারণকে উদ্দীপিত করিতেছেন। রবিবাবু চিন্তাশীল ও সুকবি; তাঁহার ভাষা সরল ও সরস; কণ্ঠধ্বনি সুমিষ্ট ও সুমধুর। অতএব রবিবাবুর সুরচিত ও সুপঠিত প্রবন্ধ যে কলিকাতায় অনেক লোকের চিত্তাকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছে তাহাতে বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই।

মিনার্ভা ও কার্জ্জন রঙ্গমঞ্চে রবিবাবু যে "স্বদেশী সমাজ" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন তাহা সম্প্রতি 'বঙ্গদর্শনে' ও

"স্বদেশী সমাজ"

পৃথক পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে রবিবাবু যে সমস্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক মতামত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমাদের দেশের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর ও নানা দোষে দুষ্ট বলিয়া মনে হয়; তজ্জন্য আমরা এই প্রবন্ধের বিস্তৃত সমালোচনার আবশ্যক বোধ করিতেছি।

রবিবাবু বলেন "আমাদের দেশে সরকার বাহাদুর সমাজের কেহই নন; সরকার সমাজের বাহিরে।" এই কথাটী ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে সরকার ও সমাজ শব্দের অর্থ বুঝা দরকার। রবিবাবু 'বঙ্গদর্শনের' অষ্টবিংশতিপৃষ্ঠাব্যাপী সুদীর্ঘ প্রবন্ধে এই দুইটী শব্দ অনেক স্থলে অনেক অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন এবং এই দুইটী কথার দ্বারা তিনি ঠিক কি বুঝেন তাহা কোথাও পরিষ্কার করিয়া প্রকাশ করেন নাই। প্রবন্ধারম্ভে এক জায়গায় তিনি লিখিয়াছেন যে "ইংরাজীতে যাহাকে ষ্টেট বলে আমাদের দেশে আধুনিক ভাষায় তাহাকে বলে সরকার।" ইংরাজীতে কাহাকে ষ্টেট বলে তাহাই তবে এখন অনুসন্ধান করিতে হইবে। ইউরোপের নানাদেশে নানা বিভিন্নার্থে ষ্টেট শব্দ ব্যবহৃত হয়। ফ্রান্স ও জার্ম্মানিতে সাধারণতঃ ষ্টেট শব্দে যে ভাব প্রকাশ পায় বিলাতে ঠিক তাহা প্রকাশ পায় না। স্বর্গীয় বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সারের মতে ষ্টেট অর্থ শাসন শক্তি, the governing authority as opposed to the governed। রাজশক্তিই ষ্টেট—শাসিত সম্প্রদায় সমাজ, ষ্টেট নহে। ষ্টেট অর্থ যদি তাহাই হয়, তবে এখানে যেমন বিলাতেও তেমন—সমাজ সরকারের বাহিরে। আর যদি জনসাধারণের একত্রিকৃত ও পুঞ্জীভূত শক্তিকে

ষ্টেট বলিতে ইচ্ছা করেন তবে বিলাতেও যেমন এখানেও তেমন—সমাজ ষ্টেটের অন্তর্ভূত, বাহিরে নয়। অধ্যাপক সিলি (Professor Seeley) বলিয়াছেন যে: A state is a number of human beings not merely crowded or massed together but organised অর্থাৎ নিয়মবদ্ধ মানবসমষ্টিকে ষ্টেট বলে। অন্যত্র ইহাই পরিষ্কাররূপে বুঝাইতে যাইয়া তিনি বলিয়াছেন: State denotes the large corporation, larger than the family yet usually connected with the family, organised in a peculiar way and held together by the contrivance known as the Government.* পরিবার হইতে বৃহৎ অথচ সাধারণতঃ পরিবারের সহিত গ্রথিত এবং নিয়ম ও শাসন দ্বারা আবদ্ধ জনরাশিকে ষ্টেট বলে। পণ্ডিতপ্রবর সিজুইক্ (Prof. Sidgwick) ও তাঁহার অর্থনীতিশাস্ত্রপুস্তকে এই সংজ্ঞারই পোষকতা করিয়াছেন। বাস্তবিক ষ্টেট শব্দের ইহা হইতে প্রকৃষ্ট সংজ্ঞা আমরা ইংরাজ রাজনৈতিক সাহিত্যে অন্য কোথাও পাই নাই। ষ্টেটের এই অর্থ হইতে সুস্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে সর্ব্বত্রই সমাজ ও সরকার অবিচ্ছিন্ন ভাবে জড়িত। সমস্ত সমাজের পশ্চাতে রাজশক্তি আবশ্যক, কারণ রাজশক্তি ব্যতিরেকে সমাজের শান্তি ও উন্নতি রক্ষা করা কদাচ সম্ভবপর নয় এবং রাজশক্তিও সমাজের সাহায্য ও সহানুভূতি ব্যতিরেকে তিলার্দ্ধ সময়ও তিষ্ঠিতে পারে না। যদি ষ্টেট ও সমাজে এই অচ্ছেদ্য বন্ধন থাকে তবে এতদসম্পর্কে বিলাতে ও আমাদের দেশে কোনও বিভিন্নতা হইবার সম্ভাবনা নাই।

* Seeley's *Introduction to Political Science.*

“স্বদেশী সমাজ”

বিলাতে যেমন সমাজ রাজশক্তির অন্তঃর্গত, আমাদের দেশে আমরাও তেমন রাজশক্তির অন্তঃর্গত। বিলাতে যেমন রাজশক্তি ব্যতিরেকে সমাজ এবং সমাজের বল ছাড়া রাজশক্তি দাঁড়াইতে পারে না, আমাদের দেশেও আমরা তেমনি কোন না কোন রাজশক্তি ব্যতিরেকে এবং রাজশক্তি আমাদিগকে ছাড়া দাঁড়াইতে পারে না। পুরাকালেও আমাদের দেশে সমস্ত সমাজ রাজশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল—তবে তখন সমস্ত দেশ যেরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজে বিভক্ত ছিল রাজশক্তিও তেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ষ্টেটে বিভক্ত ছিল। বস্তুতঃ রাজশক্তি ব্যতিরেকে সমাজ এবং সমাজ ব্যতিরেকে রাজশক্তি পৃথিবীর কোথাও সম্ভবপর নয়। বিলাতে সমাজশক্তি খুব প্রবল, তাই সেখানে সমাজ ইচ্ছামত রাজশক্তির উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে; আমরা অতি ক্ষীণ ও দুর্ব্বল, তাই রাজশক্তিকে ইচ্ছানুরূপ কাজ করাইতে অধিকাংশ সময়েই আমরা অকৃতকার্য্য হইয়া থাকি। তাই বলিয়া একথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নই যে বিলাতের সমাজ সরকারের অন্তঃভূ্ত আর এদেশের সমাজ সরকারের বাহিরে। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সমাজ রাজশক্তির অন্তঃভূ্ত: তবে কোথাও সমাজশক্তি প্রবল, কোথাও বা রাজশক্তি প্রবল। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকার ন্যায় স্থানে সমাজশক্তি অতিশয় প্রবল। কিন্তু রুষিয়ার জারের এবং জার্ম্মানির কাইসারের অধীনস্থ সমাজ, রাজশক্তির উপরে এখন পর্য্যন্ত কোন বিশেষ ক্ষমতা স্থাপন করিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু সে জন্য রুষিয়া ও জার্ম্মানির প্রজাসাধারণ হতাশ হইয়া বসিয়া পড়ে নাই। নানাবিধ পথ উদ্ভাবন করিয়া অধিক

পরিমাণে রাজশক্তির সহিত সংসৃষ্ট হইবার জন্য তাহারা ক্রমাগত তাহাদের ক্ষমতা বিস্তার করিবার চেষ্টা করিতেছে।

এখন দেখা গেল যে, ষ্টেটের যে অর্থই আমরা গ্রহণ করি না কেন, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভূখণ্ডে সমাজ ও রাজশক্তির সম্বন্ধ বিষয়ে বিশেষ কোন বিভিন্নতা বা পার্থক্য লক্ষিত হয় না। অবশ্য এই প্রবন্ধে সমাজ শব্দ আমরা অধ্যাপক সিলির অর্থানুসারেই ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি এবং করিব। রবিবাবু কি অর্থে সমাজ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা আমাদের জানিবার ও বুঝিবার কোন উপায়ই নাই। সমাজ দ্বারা রবিবাবু কি কি কাজ করাইয়া লইতে চান প্রবন্ধের মাঝে মাঝে তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহার সমাজ জিনিসটা যে কি তাহা তিনি কোথাও কোন ভাবে প্রকাশ করেন নাই। জাতিভেদ প্রথানুমোদিত শ্রেণীবদ্ধ মানবসমষ্টিকে আমাদের দেশে সংকীর্ণ অর্থে অনেকেই সমাজ বলিয়া থাকেন। এ সমাজ অবশ্যই গবর্ণমেণ্ট কিম্বা সরকারের বিশেষ কোন ধার ধারেন না। সরকার অবশ্যই এ সমাজের বাহিরে থাকিয়া সুখী—এ সমাজও সরকারের সংস্রব না থাকাতে নিশ্চিন্ত। কিন্তু সমাজের অভিষিক্ত অধিনায়ক দ্বারা রবিবাবু হিন্দু মুসলমানের বিরোধ মিটাইয়া তাহাদের ভিতরে প্রীতি স্থাপন করিতে চান দেখিয়া বোধ হয় যে তিনি অন্য কোন প্রকার সমাজের কথা মনে রাখিয়া এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আর যদি জাতিবর্ণধর্ম্মনির্ব্বিশেষে ভারতীয় মানবমণ্ডলিকে রবিবাবু সমাজ আখ্যা দিয়া থাকেন তাহা হইলে আমরা বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, পৃথক পৃথক স্বার্থান্বেষী, নানাজাতি কেমন করিয়া ষ্টেটের অন্তঃভূ্ত শক্তি না

হইয়া রাজশক্তি হইতে বরাবর স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া দেশের সাম্য ও শান্তি রক্ষা করিতে পারি তাহা বুঝিতে পারি না।

রবিবাবু যদি সরকার অর্থে ইংরাজ আর সমাজ অর্থে বিজিত ভারতবর্ষীয় মানবজাতি বলিয়া মনে করিয়া থাকেন তবেই শুধু তাঁহার 'সরকার বাহাদুর সমাজের কেহই নন, সমাজের বাহিরে' এই কথাটীর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা সহজসাধ্য হইয়া উঠে।

তর্কচ্ছলে না হয় আমরা স্বীকার করিয়া লইলাম যে রবিবাবু এই·এই অর্থেই সমাজ ও সরকার কথা দুটী ব্যবহার করিয়াছেন এবং এই দুইটা শব্দ এই এই অর্থেই শুধু প্রযোজ্য; তাহা হইলেই বা আমরা কেন আমাদের সরকার বাহাদুরকে সমাজের বাহিরে থাকিতে দিব বুঝিতে পারি না। জেতা ও বিজিত, রাজা ও প্রজা, শাসক ও শাসিত পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এক সম্প্রদায়ভুক্ত নয়— ইহাদের একের ও অন্যের স্বার্থ ও ক্ষমতা অল্পাধিক পরিমাণে পরস্পর বিরোধী। তবুও কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, আর ছাড়িয়া থাকিলেই বা চলিবে কেন? স্বীকার করিয়া লইলাম যে ইংরাজরাজের নিকট আমাদের কোন সম্মান সমাদর নাই, আমরা ইংরাজানুগ্রহে উত্তরোত্তর বঞ্চিত ও নিরাশ হইতেছি এবং ইংরাজের নিকট, এমন কি অর্দ্ধ-ইংরাজের নিকটও, অনেকানেক সময়ে লাঞ্ছিত ও পদদলিত হইয়া থাকি। তাই বলিয়া অভিমান করিয়া কোণে বসিয়া থাকিলে চলিবে কেন? শাসনকর্ত্তা যিনিই হউন না কেন, রাজকার্য্য দেশী কিম্বা বিদেশী যাঁহারই হস্তে ন্যস্ত থাকুক না কেন, দেশ ত আমাদেরই, বটে ও শাসনকার্য্যের ব্যয়ভার আমরাই ত বহন

করিয়া থাকি। তবে স্বদেশের সরকারে যাহাতে আমাদের বরাবরই বাহিরে দাঁড়াইয়া না থাকিতে হয়, তাহার জন্য কেনই বা চেষ্টা না করিব? এই যে আমরা দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত ত্রিংশ কোটী মানব একবেলা অর্দ্ধাহারে দিনযাপন করিয়া আত্মসম্মানের বিনিময়ে ইংরাজরাজের নিকট ৮০ কোটী টাকা বৎসরের পর বৎসর তুলিয়া দিতেছি তাহার কি কোন যথাযথ প্রতিদান আশা করা আমাদের পক্ষে কিছু অন্যায় বা অবৈধ কর্ম্ম বলিয়া মনে করিতে হইবে? যদি আমরা ইংল্যাণ্ডের ন্যায় ধনী হইতাম তবে একথা স্বতন্ত্র হইত। এই দীনতম দেশে ৮০ কোটী টাকা কেহই একেবারে উপেক্ষা করিতে পারেন না। রবিবাবুর ধারণা যাহাই হউক না কেন, আমরা সরকার বাহাদুরকে কিছুতেই আমাদের বাহিরে থাকিতে দিতে প্রস্তুত নই।

বিলাতে যদি ষ্টেটের দ্বারা সমস্ত কল্যাণ কর্ম্ম সাধিত হইয়া থাকে, আমাদের দেশেও ঠিক সেইরূপ যাহাতে হয়, তাহারই জন্য আমাদের কায়মনোবাক্যে সচেষ্ট ও প্রয়াসী হইতে হইবে। আমরা সরকারকে কর দিয়া থাকি, তাই জল, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যাদির বন্দোবস্ত সরকারের নিকটই প্রত্যাশা করিয়া থাকি। আমরা করের প্রতিদানে স্বদেশের রাজশক্তির নিকট জল, শিক্ষা, শান্তি, বিচার, এমন কি দুর্ভিক্ষ দমনের উপায় উদ্ভাবনের জন্য ও দাবী করিয়া থাকি। সরকারকে তাহার কর্ত্তব্যকর্ম্ম পালনের জন্য জাগ্রত করিবার চেষ্টা ভিক্ষা নয়। আমরা কৃপাপ্রার্থী নই, ন্যায্য অধিকার প্রার্থী।

প্রাচীন স্পার্টার হিলট্‌দের ন্যায় আমরা দাসজাতি নই; এই বিপুল ব্রিটিস সাম্রাজ্যের আমরা একটী প্রধান

অঙ্গ। সাম্রাজ্যের অন্যান্য অঙ্গের ন্যায় ভারতবর্ষেরও অনেক ন্যায্য অধিকার পাইবার দাবী আছে। Romanus Civis Sum (আমি রোমক সাম্রাজ্যের অধিবাসী) এই কথাটা এক সময় যেরূপ স্পর্দ্ধার বিষয় ছিল আজ আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিবাসী হইয়া যাহাতে তদপেক্ষা অধিক স্পর্দ্ধা করিতে পারি তাহারই জন্য চেষ্টা করিতেছি। ইংরাজই আমাদিগকে রাজনৈতিক অধিকার পাইবার জন্য নানাপ্রকার শিক্ষা দিয়াছেন, এবং সে শিক্ষার ফলেই আজ আমরা ইংরাজকে "খোঁচা মারিতে" শিখিয়াছি, ভিক্ষার জন্য হস্ত প্রসারণ করিতে শিখি নাই।* ইংল্যাণ্ড কি আমেরিকার, ফরাসী কি জার্ম্মানির রাজশক্তির নিকট যদি কোন অনুগ্রহের জন্য আমরা প্রার্থী হইতাম তবে অবশ্য তাহাকে ভিক্ষা বলা যাইতে পারিত। অষ্টাদশ শতাব্দির শেষভাগে আমেরিকা যখন ইংল্যাণ্ডের রাজকার্য্যে অংশ পাইবার জন্য দাবী করিয়াছিল সে দাবীতে মনুষ্যত্বেরই প্রমাণ পাওয়া যায়, ভিক্ষার চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না। আয়ারল্যাণ্ড যে শতাধিক বর্ষ ব্যাপিয়া সেণ্ট ষ্টিফেন গৃহে (St. Stephen) স্বায়ত্ত শাসনের জন্য আর্ত্তনাদ করিয়া আসিতেছে এবং ইংল্যাণ্ড যে তাহাতে কর্ণপাতও করিতেছে না তাহাতে আইরিশ জাতির লজ্জিত বা সঙ্কুচিত হইবার কোন কারণ নাই।

রবিবাবুর মতে 'পরের পরিবর্ত্তনশীল প্রসন্নতার উপর

---

* Sir George Chesney's *Indian Polity*. Sir Charles Dilke's *Problems of Greater Britain*, Sir John Strachey's *India its Administration and Progress* এবং Sir Courtenay Ilbert's *Government of India* নামক পুস্তকগুলি দ্রষ্টব্য।

নির্ভর করিয়া কোন কাজে প্রবৃত্ত হইলে' সে কাজ 'পুনঃ পুনঃই ব্যর্থ হইতে থাকিবে'। 'পরের পরিবর্ত্তনশীল প্রসন্নতা' অপেক্ষা স্বীয় অপরিবর্ত্তনশীল কর্ত্তব্যপরায়ণতা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয় তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় 'পরের পরিবর্ত্তনশীল প্রসন্নতা'র হাত হইতে রক্ষা পাইবার কি উপায় আছে তাহা আমরা জানি না। পৃথিবীর কোন দেশের কোন সময়ের ইতিহাস এ বিষয়ে আমাদিগকে যুদ্ধ ও রাজবিদ্রোহিতা ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায় বলিয়া দিতে অসমর্থ। রবিবাবু কিম্বা 'স্বদেশী সমাজ' অবশ্যই আমাদিগকে সে সমস্ত উপায় অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিবেন না। আমাদের দেশের আজকাল যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে রাজবিদ্রোহিতা স্বদেশবিদ্রোহিতার চেয়েও গুরুতর অপরাধ বলিয়া মনে করিতে হইবে। এখন রাজশক্তিকে কোন প্রকারে বদলাইতে চেষ্টা করিলে তাহাতে স্বদেশের যাবতীয় উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে। ইংরেজকে ভালবাসি বলিয়া আমরা 'লয়্যাল' (loyal) নই ; ইংরেজ না থাকিলে আমাদের ভিতরে জাতীয় ভাবের পূর্ণ বিকাশ ও মনুষ্যত্ব চর্চ্চার ব্যবস্থা হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়াই আমরা 'লয়্যাল'। দূরদর্শী লর্ড ডাফ্‌রিণ অনেককাল পূর্ব্বেই আমাদের এই 'লয়্যালটির' পশ্চাতে স্বার্থপরতা দেখিয়া ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজশক্তির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের উৎকর্ষতার জন্যই ভগবান আমাদের উপরে ইংরেজ-শাসন নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এখন ইংরেজের হাত হইতে আমাদের নিজের হাতে রাজশক্তি পরিবর্ত্তিত করিবার

কল্পনা হৃদয়ে পোষণ করা স্বদেশ দ্রোহিতার চরম সীমা বলিয়া মনে করিতে হইবে।

আপাততঃ আমাদের 'পরের পরিবর্ত্তনশীল প্রসন্নতার' উপর নির্ভর করিতেই হইবে, ইহার অন্য উপায় নাই। আমরা ইচ্ছা করিলেই কিম্বা দল বাঁধিলেই এ প্রসন্নতার হাত এড়াইতে পারি না। 'প্রসন্নতা' কিম্বা 'অপ্রসন্নতা' অনুসারে রাজশক্তি আমাদের সমস্ত কাজেই বাধা সম্পাদন কিম্বা গোলযোগ ঘটাইতে পারে—রাজশক্তির অনুমতি ও সাহায্য ব্যতিরেকে আমাদের কোনদিকে এক পা বাড়াইবারও উপায় নাই। যদি আমরা আমাদের নিজের মনোনীত বই পড়াইয়া দেশের বালকবালিকাদিগকে বিদ্যা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করি, অমনি রাজশক্তি পেড্‌লার সাহেবের টুপির উপরে দাঁড়াইয়া লংম্যান্‌স্‌-ম্যাক্‌মিলেন্‌ প্রকাশিত অদ্ভুত অবোধ্য পুস্তক পড়াইতে আমাদিগকে বাধ্য করিবে। যদি আমরা কোন নূতন নিয়মে স্কুল, কলেজ, কিম্বা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে প্রয়াসী হই, অমনি রাজশক্তি কোন্‌ ডিপার্টমেণ্টের লাল ফিতার নীচ হইতে ভ্রূকুটি করিয়া আমাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিবে। পরলোকগত মহানুভব টাটা দেশে বিজ্ঞানচর্চ্চার জন্য যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে যে অসম্ভব বাধা, বিঘ্ন ও বিলম্ব হইয়াছে তাহাই আমাদের কথার সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিবে।* দেশের স্বাস্থ্যাদির উন্নতিকল্পে যদি দশজনে একত্র হইয়া আমরা কোন বিশেষ বন্দোবস্ত করিতে কৃতসংকল্প হই তবে প্রাদেশিক

* বঙ্গের প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা কর্ত্তৃক আগরতলা কলেজ বন্ধ করিয়া দেওয়া আমাদের কথার অন্যতম প্রমাণ।

স্যানিটারী কমিশনার সাহেব (The Sanitary Commissioner) তাঁহার দপ্তর খুলিয়া এক ঝুড়ি আইন কানুন আমাদের মাথার উপরে নিক্ষেপ করিয়া আমাদিগকে একবারে বসাইয়া ফেলিবেন। যদি আমরা কোন রাস্তা-ঘাট প্রস্তুত করিতে চাই, পরের কিম্বা সরকারী জমিতে দীর্ঘিকা খনন করিতে বা কোন দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিবার আবশ্যক মনে করি তবে তাহাতেও সরকারের 'পরিবর্ত্তনশীল প্রসন্নতার' উপর নির্ভর না করিয়া একটুকুও অগ্রসর হইবার উপায় নাই। এই যে কিছুদিন হইল আমাদের দেশীয় ছাত্রদিগকে পাঠাভ্যাস করিতে জাপানে যাইতে কিম্বা দেশীয় রাজন্য বর্গের এ দেশ পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে যাইবার পূর্ব্বে সরকারের অনুমতি লইবার আজ্ঞা প্রকাশ হইয়াছে তাহা লঙ্ঘন করিবার কি উপায় আছে রবিবাবু তাহা আমাদিগকে বলিয়া দিতে পারেন কি? এমতাবস্থায়, অসম্ভব ঘটনা লইয়া তর্ক করিয়া কি ফল? যাহাতে রাজশক্তির 'পরিবর্ত্তনশীল প্রসন্নতাকে' আয়ত্ত ও শাসনাধীন করিতে পারি তাহার চেষ্টাই এখন আমাদের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা। এই প্রসন্নতাকে 'পরিবর্ত্তনশীল' শক্তি হইতে কিয়ৎপরিমাণে 'অপরিবর্ত্তনশীল' শক্তি রূপে পরিণত করাই রাজনৈতিক আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য—ইহা আমাদের সদাসর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে।

এই সমস্ত কারণে এখনও দেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের স্রোত বাঁকাইবার সময় উপস্থিত হয় নাই। যে পথে আমরা অগ্রসর হইয়াছি সে পথকে কুপথ বা বিপথ মনে করিবার কোন যথেষ্ট কারণ এখনও প্রদর্শিত

হয় নাই। লর্ড কার্জ্জন প্রমুখ ভারতীয় ইংরাজ প্রবাসী-গণ আমাদিগকে অনেক কাল হইতেই এ পথ হইতে ফিরিয়া অন্যপথে চলিতে পরামর্শ দিতেছেন *। অবশ্যই, আমরা এখন রাজনীতি চর্চ্চা পরিত্যাগ করিলে তাঁহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হয় কিন্তু তাঁহাদের অভিলাষ পূর্ণ করিবার উদ্দেশে কিম্বা অতিবুদ্ধির সুখস্বচ্ছন্দতার প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া আমাদের পথ ফিরিবার প্রয়োজন বোধ করি না। যে পর্য্যন্ত আমাদের সরকার বাহাদুর অন্যান্য সভ্য-দেশের ন্যায় আমাদিগকে যথোপযুক্ত জল ও শিক্ষাদান করিতে বদ্ধপরিকর না হইবেন, যে পর্য্যন্ত আমাদের বিচার, স্বাস্থ্য, পথ, ঘাট, লৌহবর্ত্মাদি সভ্যসমাজের উপযুক্ত বলিয়া পরিগণিত না হইবে এবং যে পর্য্যন্ত আমা-দের স্বদেশীয় রাজকার্য্যে আমাদের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ ও প্রবল না হইবে, সে পর্য্যন্ত 'স্বদেশী সমাজ' কিম্বা লর্ড কার্জ্জন প্রমুখ ইংরেজ যে যাহাই মনে করুন না কেন, আমরা সরকার বাহাদুরকে সুখে, স্বচ্ছন্দে, নিরুদ্বেগে, ও যথেচ্ছা-ক্রমে আমাদের দেশ শাসন করিতে দিতে প্রস্তুত নই।

ফলাফল বিচার না করিয়া কাজ করাই মনুষ্যত্ব—তাহাই গীতোক্ত কর্ম্মযোগ। কোনও কার্য্যে কিম্বা উদ্যোগে আশু কৃতকার্য্যতার সম্ভাবনা না দেখিতে পাইয়া তাহা ছাড়িয়া দেওয়া ভীরু ও কাপুরুষের লক্ষণ। রবিবাবু

---

* "Most of those who know India well and can put themselves in the place of the real Indian patriots will sympathize with their aspirations but will nevertheless agree with the cautious reply given by Lord Curzon that the salvation of India is not to be sought on the field of politics at the present stage of her development. It is an irksome and unpopular answer to give; it is an irksome and disappointing answer to receive. None the less it is the wise and the true reply." The *Times*.

প্রমুখ "স্বদেশী সমাজের" পরামর্শে এ দাবী দাওয়া ছাড়িয়া দেওয়া আমাদের কিছুতেই সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। এ দান দরিদ্র দেশের আশি কোটী টাকা কবি রবিবাবু সরকার বাহাদুরকে অনায়াসে দান করিয়া সমাজ হইতে অপর আশি কোটী টাকা তুলিয়া সনাতন জলতৃষ্ণাদি নিবারণের বন্দোবস্ত করিতে পারেন। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা সরকার বাহাদুরকে ছাড়িব কেন? নিশ্চিত ছাড়িয়া অনিশ্চিতের দিকে ছুটিব কেন? কাব্য জগতের ফলাস্বাদন করিবার অভিপ্রায়ে সদাসর্ব্বদা বর্ত্তমানের উপর অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হইয়া অসম্ভব কল্পনাকে আশ্রয় করা কখনই বুদ্ধিমানের কার্য্য বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। আমাদের আপনার ফল আপনাকেই ফলাইয়া লইতে হইবে, আকাশ-কুসুমের প্রয়োজন নাই।

এই ত সেদিন—দেশের ইতিহাসে পঁচিশ ত্রিশ বৎসর অতি স্বল্পকাল—আমরা এদেশের রাজকার্য্যের সমালোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছি এবং এটা সেটার জন্য রাজ-দ্বারে দাবী দাওয়া করিতে শিখিয়াছি। ইহারই ভিতরে ফলাফলের জন্য উদ্বিগ্ন হইলে চলিবে কেন? রাজনৈতিক আন্দোলন তো কোন দেশেই কোন কালেই ভোজবিদ্যার ন্যায় দেখিতে দেখিতে কোন ফলই ফলাইতে পারে নাই। আর তাই বা আমরা কজনে এই আন্দোলনে যোগদান করিয়াছি আর কি গুরুতর ত্যাগস্বীকার করিয়াছি যে আশানুরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই বলিয়া একবারে মর্ম্মাহত হইয়া বসিয়া পড়িতে হইবে। আজ কাল কংগ্রেস্ কন্‌ফারেন্‌সাদির কার্য্যাবলী সমালোচনা করিয়া যাঁহারা আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতেছেন, কই তাঁহাদিগকে

তো আমরা এই সমস্ত সভা সমিতিতে দেখিতে পাই না। কাশী-নরেশের প্রধান মন্ত্রি রাজা শিবপ্রসাদের সময় হইতে যাহারা ছদ্মবেশে বা প্রকাশ্যভাবে কংগ্রেসের প্রতিকুলতা করিয়া আসিতেছেন কই তাঁহাদের ভিতরে কাহাকেও তো দেশের কোন সাধারণ কার্য্যের জন্য কোন গুরুতর স্বার্থ-ত্যাগ করিতে দেখি নাই। যদি এই সমস্ত সমালোচক সমালোচনার সুখাসন পরিত্যাগ করিয়া ব্রতীর ন্যায় ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া স্বদেশের কল্যানকল্পে জীবন উৎসর্গ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা কদাচ কংগ্রেস্ কন্ফারেন্সাদি দেশহিতকর কার্য্যকে বিদ্রুপকটাক্ষ করিতে পারিতেন না। কংগ্রেস্ কন্ফারেন্সের কার্য্যাবলিতে অনেক দোষ ও ত্রুটী আছে স্বীকার করি, আমাদের সেরূপ ত্যাগ-স্বীকার নাই তাহাও মানি, আমরা অনেকেই সেখানে গিয়া "আহার-বিহার-আরাম-আমোদের" জন্য অতিরিক্ত দাবীও উপদ্রব করিয়া থাকি এবং "চর্ব্বচোষ্যলেহ্যপেয়," "শয়নাসন ও লেমনেড-সোডাওয়াটার-গাড়ীঘোড়ার" জন্য খুব ব্যস্ত হইয়া পড়ি, এসব কথা সত্য হইতে পারে; কিন্তু যাঁহারা স্বার্থত্যাগ করিতে প্রস্তুত, যাঁহারা আহার বিহার ইত্যাদিতে সংযত হইয়া অন্য দশ জনের নিকট দৃষ্টান্তস্থল হইতে পারেন,—তাঁহারা কেন যে কংগ্রেস্ কন্ফারেন্সাদিতে যোগদান করিয়া উহাদিগের দূষিত অংশগুলিকে সংশোধিত এবং উহাদিগের ভিতরে নূতন শক্তি সঞ্চার করিতে প্রয়াসী হন না তাহা বুঝিতে পারি না। আন্দোলন শক্তিকে প্রবল ও অদম্য করিতে হইলে সমাজস্থ সকলেরই সহায়তা ও সহানুভূতি প্রয়োজন হয়। আমরা দশজনে দূরে দাঁড়াইয়া থাকিয়া টিট্‌কারি প্রদান করিলে আন্দোলন-

স্রোত আপনা আপনিই বাড়িয়া উঠিবে না। আমরা যদি আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনে আশানুরূপ কৃতকার্য্য না হইয়া থাকি তবে তাহা অবশ্য সমাজের অধিকাংশ লোকের সহায়তা ও সহানুভূতির অভাবেই হইয়াছে মনে করিতে হইবে। পৃথিবীর কোনও জাতির ইতিহাসে স্বল্প আয়াসে ও বিনা ত্যাগস্বীকারে কখনও কোন রাজনৈতিক কিম্বা অন্য কোন আন্দোলন ফলপ্রদ হইয়াছে এরূপ দেখা যায় নাই। আমেরিকায় দাসত্ব প্রথা উঠাইতে কিম্বা ইংল্যাণ্ডে গমের শুল্ক তুলিয়া দিতে (Repeal of the Corn Laws) যে বহুকালব্যাপী আন্দোলনের প্রয়োজন হইয়াছিল এবং যেরূপ অজস্রভাবে টাকা ও শক্তি এবং তদ্দেশীয় শীর্ষস্থানীয় অনেকানেক ব্যক্তিদিগের সময় ব্যয় করিতে হইয়াছিল তাহা ইতিহাস কিম্বা উইল্‌বারফোর্স, ভিলিয়ার্স, কব্‌ডেন্‌ বা জন্‌ ব্রাইটের জীবন-চরিত পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। আমরা সেরূপভাবে শক্তি, অর্থ ও সময় ব্যয় করিয়া আমাদের দেশের রাজকার্য্যের অংশ পাইবার জন্য দাবী করি না বলিয়াই স্বদেশের শাসনকার্য্যে আমাদের স্থান হয় না। আমাদের ভিতরে জাতিয় একতার বিকাশ কিম্বা সাধারণ স্বার্থ বলিয়া কোন জিনিষের পরিষ্কার উপলব্ধি নাই বলিয়াই আমাদের শাসনপ্রণালী এখনও সভ্যজগতের উপযোগী হইতে পারে নাই। আমরা সুবিধা ও সুযোগ পাইলে প্রায়ই ক্ষমতার অপব্যবহার ও অবস্থাভেদে নিম্নস্তরের লোকদিগের উপর যথেচ্ছ নির্ম্মম ব্যবহার করিয়া থাকি বলিয়াই আমাদের সরকারও আমাদের উপর সেইরূপ 'প্রাচ্যদেশোপযোগী' শাসনপ্রণালী বিস্তার করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না। আমরা অত্যাচারের সম্যক প্রতিবাদ করি না বলিয়াই

সাহেবেরা আমাদিগের প্লীহা ফাটাইতে একটুকুও দ্বিধা বোধ করেন না।* অনেকেরই মনে থাকিতে পারে যে লর্ড রিপনের শাসনকালে ভারতীয় ইংরাজ-প্রবাসী নরনারী দেশব্যাপী আন্দোলন উপস্থিত করিয়া প্রসিদ্ধ ইলবার্ট বিলের উদ্দেশ্য খণ্ডন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সে আন্দোলনের ইতিহাস আবৃত্তি করা এখন নিষ্প্রয়োজন। তবে এস্থলে শুধু এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে তাহারা যেরূপ অদম্য উৎসাহ ও চেষ্টা দ্বারা রাজশক্তিকে আপনাদিগের ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করাইবার জন্য নত করাইতে সক্ষম হইয়াছিল তাহা ভারতবর্ষীয় সমস্ত জাতিরই দৃষ্টান্তস্থল।

আমাদের চেষ্টা যেরূপ ক্ষীণ, ফলও তদনুযায়ী স্বল্প হইয়াছে। তবু এই বিংশতি বৎসরে আমরা আমাদের এই ক্ষুদ্র চেষ্টা দ্বারা সরকার বাহাদুরের নিকট যে সমস্ত ক্ষমতা আদায় করিতে সক্ষম হইয়াছি এবং শাসনপ্রণালীর যে যৎকিঞ্চিৎ উন্নতির ব্যবস্থা করাইতে কৃতকার্য্য হইয়াছি সভ্য জগতে অনেকানেক দেশে সেই সমস্ত উন্নতি ও ক্ষমতা

---

* "Whenever the general disposition of the people is such that each individual regards those only of his interests which are selfish and does not dwell on, or concern himself for, his share of the general interest, in such a state of things good government is impossible."—John Stuart Mill *On Representative Government.*

"No tyranny can tyrannize over a people save on condition that the people is bad enough to supply him with soldiers who will fight for his tyranny and keep their brethren in slavery. Class-Supremacy cannot be maintained by the corrupt bying of votes, unless there are multitudes of voters venal enough to sell their votes. It is thus everywhere and in all degrees: misconduct among those in power is the correlative of misconduct among those over whom they exercise power." Herbert Spenser's *Study of Sociology*, p. 393.

পাইবার জন্য এখনও বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। অতএব আমাদের নিরাশ হইবার কিম্বা রাজনৈতিক আন্দোলনকে 'নিস্ফল পলিটীক্স চর্চ্চা' বলিয়া পরিত্যাগ করিবার কোনও কারণ দেখিতে পাইতেছি না। কোনও বুদ্ধিমান লোক আমাদিগকে এভাবে আত্মহত্যা করিতে পরামর্শ দিলে আমরা তাহা কদাচ কার্য্যে পরিণত করিতে উদ্যোগী হইব না।

কংগ্রেস, কন্‌ফারেন্‌স্ সম্বন্ধে রবিবাবু দুটী ভ্রমাত্মক কথার প্রচার করিয়াছেন; ইহার প্রতিবাদ প্রয়োজন। তিনি বলেন এ "কন্‌ফারেন্‌স্ দেশকে মন্ত্রণা দিবার জন্য সমবেত অথচ ইহার ভাষা বিদেশী"। কন্‌ফারেন্‌স্ কখনই দেশকে মন্ত্রণা দিবার জন্য শুধু সমবেত হন না। দেশকে শিক্ষা ও গবর্ণমেণ্টকে মন্ত্রণা দিবার জন্যই আমাদিগের এই কন্‌ফারেন্‌সের অধিবেশন হইয়া থাকে। এই কন্‌ফারেন্‌-সের মন্ত্রণাকার্য্য সেইজন্য ইংরাজীতে এবং বঙ্গ, বিহার এবং উড়িষ্যায় যখন যে প্রদেশে সভা আহুত হয় সেই প্রদেশের স্থানীয় ভাষায় সম্পাদিত হইয়া থাকে। রবিবাবু শুনিয়া হয়ত বিস্মিত হইবেন যে আজকালের কন্‌ফারেন্‌সের অধিকাংশ বক্তৃতাই বাঙ্গালা ও হিন্দুস্থানী ভাষায় প্রদত্ত হইয়া থাকে। রবিবাবু দ্বিতীয় গুরুতর ভ্রম করিয়াছেন কংগ্রেস্ সম্বন্ধে। তিনি বলেন কংগ্রেসের সময় ভারতলক্ষ্মী তাঁহার "সাধারণ অতিথিশালার দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেন, এবং এই আতিথ্য অংশটুকু শুধু ভারতবর্ষীয়"! কংগ্রেসের অদ্যাবধি সর্ব্বসমেত উনবিংশতি বার অধিবেশন হইয়াছে। এই উনবিংশতিবারের ভিতরে ত্রয়োদশ বারেই ভারতলক্ষ্মীর 'সাধারণ অতিথিশালার' দ্বার বন্ধ ছিল; তাই এই ত্রয়োদশ

ধারেই সমবেত প্রতিনিধিগণকে পান্থশালায় রৌপ্য বিনিময়ে স্বীয় স্বীয় আহারীয় দ্রব্যের বন্দোবস্ত করিয়া লইতে হইয়াছে। রবিবাবুর ন্যায় সমালোচক ইহাকেই 'ভারতবর্ষীয় আতিথ্য' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।

আমরা এযাবৎ সরকারের সহিত সমাজের সম্বন্ধ বিষয়ই আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। ইহাতে কেহ যেন ইহা মনে না করেন যে সরকারের নিকট কিছু দাবী করা ছাড়া সমাজের অন্য কোন দায়িত্ব বা কর্ত্তব্য আছে তাহা আমরা অস্বীকার করিতেছি। স্বাধীনভাবে কাজ করিবার সমাজের বরাবরই যথেষ্ট অবকাশ ও সুবিধা আছে। ষ্টেট যখন আপনার কর্ত্তব্য অবহেলা করেন, তখন ইহাকে জাগ্রত ও সক্রিয় করিবার জন্য সমাজের উত্তেজনা ও শক্তির প্রয়োজন। লড রিপণের শাসন সময়ে আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনের যতদূর আবশ্যক না হইয়াছে, লড কার্জ্জনের সময়ে তাহার শতগুণ আন্দোলন প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। এতদ্ব্যতি-রেকে ষ্টেট যে সব কাজ নিজের অর্থ কিম্বা লোকদ্বারা করা-ইয়া লইতে পারেন না কিম্বা যে সব ব্যবসা বাণিজ্য খুলিতে ষ্টেট নিজকে অসমর্থ বলিয়া মনে করেন সেই সেই কাজ সমাজের নিজেরই করিয়া লওয়া প্রয়োজন। এইখানেই সমাজশক্তির প্রয়োজন—রাজশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য ইহার কোন আবশ্যক নাই। যেখানে সরকার দুর্ভিক্ষ দমন করিবার জন্য যথোপযুক্ত অর্থব্যয় করিতে কিম্বা দুর্ভিক্ষের সময় অন্ন বিতরণের সুব্যবস্থা করিতে অপারগ, সেইখানেই সমাজশক্তির প্রয়োজন। যেখানে সরকার শিক্ষা বিস্তারের

জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করিতে কিম্বা যথোপযোগী উপায় উদ্ভাবন করিতে অসমর্থ, সেইখানেই সমাজশক্তির প্রয়োজন। যেখানে সরকার প্রজাসাধারণের জলকষ্ট এবং স্বাস্থ্যাদি সম্বন্ধে যথেষ্ট বন্দোবস্ত করিতে অক্ষম, সেইখানে সমাজশক্তির প্রয়োজন। যেখানে নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কার করিয়া দেশের অর্থাগমের সুযোগ করিয়া দিতে সরকার শিথিলচেষ্ট, সেইখানে সমাজশক্তির প্রয়োজন। এই প্রকার সাহায্য যে শুধু এই দেশেই প্রয়োজন তাহা অতি ভুল কথা। বিলাতে সমাজ ষ্টেটের হাতে সমস্ত মঙ্গলকর কার্য্যের ভার ন্যস্ত করিয়া অবসর গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় নাই, বরং সেখানেই সমাজ যথার্থ কর্ত্তব্যভারে আক্রান্ত। বিলাতে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য, রোগী দুঃখী আতুরের চিকিৎসার জন্য, অসমর্থদের সেবা শুশ্রূষার জন্য, দেশ বিদেশে ধর্ম্ম প্রচারের জন্য, এবং নানাবিধ লোকহিতকর কার্য্যে সমাজকে সদাসর্ব্বদাই সময় ও অর্থ দ্বারা মুক্তহস্তে সাহায্য করিতে হয়। বিলাতে ধর্ম্মের ও শিক্ষার খাতিরে কিম্বা শুধু পরোপকারের জন্য সমাজের শীর্ষ স্থানীয় ও পদস্থ ব্যক্তিগণ যেরূপ ভাবে অর্থদান করিয়া থাকেন আমরা তাহার কোন ধারণাই করিতে পারি না। মিষ্টার এণ্ড্রু কার্ণেগী (Mr. Andrew Carnegie) শিক্ষা বিস্তারের ও সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপনের জন্য যে বিপুল অর্থব্যয় করিয়াছেন ও করিতেছেন, ব্যারনেস্ বার্ডেট কৌটস্ (Baroness Burdett Coutts) যে ঐশ্বর্য্যরাশী দ্বারা ইংলণ্ডের নানাবিধ সৎকর্ম্মকে সাহায্য করিয়াছেন, জেনারেল

বুথ (General Booth) দুঃখী গরীবকে কিঞ্চিৎ পরিমাণে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিবার জন্য যে ধনরাশী সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন আমাদের দেশে সে সব কবি-কল্পনা মাত্র।

সরকারের নিকট আমাদের যেরূপ দাবী দাওয়া আছে আমাদের উপরেও সমাজের ঠিক সেইরূপ দাবী দাওয়া আছে। সরকারের উন্নতি ও সমাজের উন্নতি উভয়ই আমাদের উন্নতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই তিনেরই উন্নতি পরস্পরের চেষ্টা ও সহায়তা সাপেক্ষ এবং এই তিনের দিকেই সমভাবে যুগপৎ আমাদিগের দৃক্‌পাত করিতে হইবে। কাহারও কর্ত্তব্যভার অন্যের উপর চাপাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলে না। আমাদের স্কুল, কলেজ, পুস্তকাগার, হাস্পাতালাদি অধুনা অত্যন্ত দীন ভাবে পরিচালিত হইয়া থাকে। ইহাদিগের পরিপুষ্টির জন্য আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। অল্প বয়সে দৌড়া-দৌড়ি কিম্বা ছুটাছুটী করিলে যেমন প্রাণীমাত্রেরই ফুস্‌ফুস্-যন্ত্র বিকাশপ্রাপ্ত হয়, তেমনি সমাজকে সদাসর্ব্বদা সক্রিয় হইতে চেষ্টা পাইলে উন্নতি বই অনিষ্টের কোন আশঙ্কা করা যাইতে পারে না। আত্মনির্ভর ও স্বাবলম্বন সর্ব্বতো-ভাবে সমাজের বিকাশ ও উন্নতির পরিচায়ক। রাজদ্বারে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবার জন্য যেরূপ চেষ্টা করিতে হইবে, সমাজের আভ্যন্তরিক উন্নতির জন্যও তদ্রূপ চেষ্টা করিতে হইবে। সেই চেষ্টার ফলে এখন প্রতি বৎসর কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে আমরা একটি সামাজিক সমিতি এবং শ্রম-শিল্প ও কৃষি প্রদর্শনী করিয়া দেশের অন্যান্য অভাব সম্বন্ধে আলোচনা এবং স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য মীমাংসা করিয়া

থাকি। আমাদের শক্তি 'রাজপুরদ্বারে ভিক্ষাকুণ্ডের মধ্যে নিঃশেষিত করিয়া' কখনই পরিতৃপ্ত থাকিতে আমরাও ইচ্ছা করি না।

এতদ্দেশীয় সমাজ সম্বন্ধে রবিবাবু কতকগুলি ঐতিহাসিক কল্পনার অবতারণা করিয়াছেন। তিনি বলেন "সমাজ (পূর্ব্বে) অত্যন্ত সহজ নিয়মে আপনার সমস্ত অভাব আপনিই মিটাইয়া লইত"; "বিদ্যাদান হইতে জলদান পর্যান্ত সমস্তই সমাজ সহজ ভাবে সম্পন্ন করিয়াছে"; "দেশের গণ্ড গ্রামেও কোন দিন জলকষ্ট হয় নাই এবং মনুষ্যত্ব চর্চ্চার সমস্ত ব্যবস্থা পল্লিতে পল্লিতে সর্ব্বত্রই রক্ষিত হইত"। ইত্যাদি নানা প্রকার কল্পনা জল্পনার আশ্রয় লইয়া রবিবাবু প্রাচীন হিন্দু সমাজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া উহাই আমাদিগের সম্মুখে আদর্শরূপে ধরিয়াছেন। আমরা বলি ইংরাজ সাহিত্যের সহিত পরিচিত হইবার পূর্ব্বে আপনার অভাব সম্বন্ধে আমাদের সমাজের বিশেষ কোন অভিজ্ঞতা ছিল বলিয়া মনে হয় না। বরং জ্ঞানের অভাবেই অতি প্রাচীন কাল হইতে এদেশে অনেকগুলি কুৎসিৎ রীতিনীতি প্রশ্রয় পাইয়া আসিয়াছে। যে সমাজে পনর আনা লোক শূদ্র, এবং শূদ্রকে কোন প্রকার বিদ্যাদান করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ সংস্কার বলিয়া অতি পূরাকাল হইতে পরিগণিত হইয়াছে, যে সমাজের একজন প্রতিভাশালী ইংরাজ-বেতন-ভোগী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও বেদ ও উপনিষদ্ বিষয়ে শূদ্রদিগের নিকট বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিতে কুণ্ঠিত বোধ করেন নাই, যে সমাজে বিভিন্ন বর্ণের লোক এখনও এক সঙ্গে এক

পংক্তিতে বসিয়া আহার করাকে ঘোরতর বিপ্লব বলিয়া মনে করে, যে সমাজে জাতিভেদ জনিত সংস্কারাদি গ্রামের অস্থি মজ্জায় প্রবেশ করিয়া পরস্পরের সৌহৃদ্যের অন্তরায় হইয়াছে, যে সমাজে বংশমর্য্যাদা গুণ ও জ্ঞানকে অতিক্রম করিয়াছে, যে সমাজে কুলীন ব্রাহ্মণের শতাধিক বিবাহ ও বালবিধবাদের কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মের নামে আদৃত ও উৎসাহিত হইয়াছে, যে সমাজে বিধবা বিবাহ অপেক্ষা ভ্রূণহত্যা অধিকতর সমাদর পাইয়াছে এবং কালীবাড়ীতে নরহত্যা ও গঙ্গাসাগরে শিশুহত্যা আবহমান কাল হইতে প্রশ্রয় পাইয়া আসিয়াছে, যে সমাজে পতিবিয়োগবিধুরা নববিধবার "সতীদাহ" পল্লির প্রস্তরময় হৃদয়ে একটুকু করুণা উদ্রেক ও নয়ন হইতে একবিন্দু অশ্রুজলও বাহির করিতে সক্ষম হয় নাই, সেই সমাজের প্রতি পল্লিতে পল্লিতে মনুষ্যত্ব চর্চ্চার সমস্ত ব্যবস্থা ধর্ম্মভাবে রক্ষিত হইত একথা রবিবাবুর ন্যায় লোকের লেখনী হইতে নির্গত হইয়াছে দেখিয়া লজ্জায় ও দুঃখে মরিয়া যাইতে ইচ্ছা হয়। এই 'হিন্দু সমাজ'ই কি রবিবাবুর আদর্শ 'স্বদেশী সমাজ' এবং এই সমাজকেই কি বিকলতা হইতে রক্ষা করিতে হইবে? উপরোক্ত নানা প্রকারের 'ধর্ম্ম-ব্যবস্থা' স্থাপন করিয়াই কি রবিবাবুর হিন্দুসমাজ 'মানবের ভক্তি (অভক্তি?) অধিকার করিতে' সক্ষম হইয়াছে? এ সমাজকে যদি কেহ সংস্কার করিতে চান, সমস্ত হৃদয়বান্ ও বুদ্ধিমান্ লোকের সহায়তা ও সহানুভূতি আশা করিতে পারেন। কিন্তু এই সমাজকে আদর্শ করিয়া অন্য একটী সমাজ প্রতিষ্ঠা করিবার পরামর্শ দেওয়া কাহারও পক্ষে স্বদেশ-হিতৈষীর ন্যায় কার্য্য বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না।

রবিবাবু বলেন "পূর্ব্বে আমাদের সমাজের সমস্ত

অভাব সমাজ আপনিই অতি সহজভাবে মিটাইয়া লইত।” একথাটীর সত্যাসত্য বিচার করা প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বে সমাজ কি কি জিনিষকে অভাব বলিয়া মনে করিত তাহা আমরা জানি না। অভাব শব্দটা relative, absolute নহে। আজ যে সমস্ত জিনিষকে আমরা অভাব বলিয়া মনে করিতেছি শতবর্ষ পূর্ব্বে আমাদের বৃদ্ধ পিতামহরা সে সমস্ত জিনিষকে অভাব বলিয়া মনে করিতেন কিনা সন্দেহ। আবার তাঁহারা যে সমস্ত জিনিষকে তখন অভাব বলিয়া মনে করিয়াছেন বল্লাল সেন কিম্বা আদিসুরের সময় বাঙ্গালী জাতি সে সমুদয়কে অভাব বলিয়া মনে করিত কিনা সে বিষয়ে প্রমাণাভাব। এরূপ স্থলে এ বিষয় তর্ক করা নিষ্ফল। অভাব শব্দটী জ্ঞানবাচক—জ্ঞানের হ্রাস ও বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বত্রই অভাবের হ্রাস ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। রবিবাবু যে ‘পূর্ব্বে’র কথা মনে করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন সেই ‘পূর্ব্বকালে’ আমাদের দেশে জ্ঞানের কিরূপ বিস্তৃতি ছিল, এবং সমাজ-বিজ্ঞান ও রাজনীতি শাস্ত্রের সহিত আপামর সাধারণের কিরূপ পরিচয় ছিল তাহা সম্যক অনুসন্ধান করিলে তিনি বোধ হয় সমাজের অভাবাদি সম্বন্ধে এ দাম্ভিকতার কথা উচ্চারণ করিতে সাহসী হইতেন না।

তবে এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি যে জলকষ্ট ও অন্নকষ্ট ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় এ বঙ্গভূমিতেও প্রাচীনতম কাল হইতে অভাব বলিয়া মনে হইয়া আসিয়াছে। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সভ্য অসভ্য সমস্ত মানব আপনার শক্তিও সামর্থ্যের দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি ও তৃষ্ণা দূর করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। এ

চেষ্টা সর্ব্বত্রই মনুষ্যসাধারণের আত্মরক্ষার প্রধান উপায়— ইহাতে হিন্দুসমাজের কোন বিশেষত্ব নাই। অবশ্য আমরা স্বীকার করি পূর্ব্বে অর্থবান্ লোকেরা নিজ নিজ গ্রামে দীর্ঘিকা খনন করিয়া সাধারণের জলকষ্ট নিবারণ করা ধর্ম্মানুমোদিত কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। এই কার্য্যে কিন্তু সমাজের কিম্বা পরের উপকার করিবার ইচ্ছা অপেক্ষা নিজের পরকালের উন্নতি ও মুক্তির চেষ্টাই অধিকতর প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাকে ধর্ম্ম বলিতে চান বলুন, আমরা ইহাকে স্বাত্ত্বিক স্বার্থান্বেষণ ভিন্ন অন্য কোন নাম দিতে প্রস্তুত নই। এই ধর্ম্মভাব নিঃস্বার্থভাবে সমাজের কোন উপকার করিতে আমাদিগকে কদাচ কিছু শিক্ষা দেয় নাই। কিন্তু তাইবা এ ধর্ম্ম কজনে মানিয়া চলিত? বঙ্গদেশ সুজলা—প্রকৃতির 'বিগলিত করুণা'ই পুরাকাল হইতে আমাদের এ প্রদেশকে নিদারুণ জলকষ্ট হইতে অনেকটা রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু যে সব গ্রাম প্রকৃতির করুণা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে কিম্বা যে যে গ্রাম কোন বৃহৎ রাজ কিম্বা জমিদারীর অন্তর্গত ছিল না সেই সেই গ্রামের জলকষ্ট পূর্ব্বে কিভাবে নিবারিত হইত তাহা আমরা রবি বাবুর নিকট হইতে জানিতে ইচ্ছা করি। পূর্ব্বে বাঙ্গালার কি ভারতবর্ষের যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহাতে দশ পনর গ্রামের ভিতরে হয়ত তেমন একজন সম্পন্ন ব্যক্তি পাওয়া মুস্কিল হইত। দেশের বাকি গ্রামগুলির জলকষ্ট নিবারণের জন্য সমাজ সে সময়ে কি উপায় উদ্ভাবন করিত তাহাও আমরা জানিতে ইচ্ছা করি। / বঙ্গদেশে এখনও অন্ততঃ কুড়ি পঁচিশ সহস্র গ্রাম আছে যেখানে পূর্ব্বস্থিত দীঘিকা কিম্বা জলাশয়ের কোন

চিহ্ন বা ইতিহাস পাওয়া যায় না। এই চিহ্নের অভাব সম্বন্ধে রবিবাবুর কি মন্তব্য আছে তাহাও আমরা জানিতে চাই।

শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা বলিবার প্রয়োজন আমরা মনে করি না, কারণ ইংরাজ আগমনের পূর্ব্বে এদেশে ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে কেহ কখনও এ অমূল্য সামগ্রীর রসাস্বাদন করিতে সমর্থ হয় নাই এবং দেশের লোকে সে সময়ে ইহাকে কোন অভাব বলিয়াই মনে করিত না। ইউরোপেও মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারের পূর্ব্বে বিদ্যা ও জ্ঞান চর্চ্চার জন্য কোন বিশেষ আয়োজন ছিল না। অবশ্য এদেশে ধর্ম্মের সাধারণ তত্ত্ব ও রীতিনীতি শিক্ষা দিবার জন্য গ্রামে গ্রামে রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ এবং পূরাণাদি কথকতার প্রচলন ছিল।* ইহাও অবশ্য সম্পন্ন ব্যক্তিদের গ্রামেই শুধু আবদ্ধ ছিল। আশা করি রবিবাবু ইহাকে কিম্বা শুভঙ্করী আলোচনাকে বিদ্যাশিক্ষানামে অভিহিত করিতে প্রস্তুত নন। টোলের শাস্ত্রাধ্যাপনা এত স্বল্পসংখ্যক লোকের ভিতরে আবদ্ধ ছিল যে তাহাকেও শিক্ষাবিস্তার নামে পরিচয় দেওয়া বৃথা হইবে। যদি গ্রামে গ্রামে 'আম কাঁঠালের বনচ্ছায়ার' নীচে বসিয়া গুরুমহাশয় এখনও শুধু শুভঙ্করী কসাইতেন এবং টোলে অধ্যাপক মহাশয় শুধু স্মৃতি, ন্যায় ও ব্যাকরণ শিক্ষা দিতেন তবে আজ এ দেশে 'মনীষী জগদীশচন্দ্রের' ন্যায় লোকের কৃতিত্ব কখনই সম্ভব হইত না।

এইত গেল জল ও বিদ্যার কথা ; এখন স্বাস্থ্যাদি সম্বন্ধে

---

* তিন চারি শতাব্দী পূর্ব্বে ইংলণ্ডে ও ইয়োরোপেরও নানাস্থানে *Moralities* ও *Passion Play* অভিনয় করিয়া সাধারণ লোকের ভিতরে ধর্ম্ম ও জ্ঞানচর্চ্চার প্রথা প্রচলিত ছিল। এ শিক্ষাপ্রণালীতে ভারতবর্ষের কিছু বিশেষত্ব নাই।

একটি কথা বলিব। রবিবাবু কি জানেন না যে গ্রামের দীর্ঘিকা কিম্বা নদী, খাল, বিলের ভিতরে ময়লা নিক্ষাশিত করিয়া, শব ভাসাইয়া দিয়া এবং আবর্জ্জনা স্তূপ ফেলিয়া উহাদের জল দূষিত করিবার প্রথা আমাদের সমাজে অতি প্রাচীন কাল হইতে সনাতন ভাবে অপ্রতিহতরূপে চলিয়া আসিতেছে? অবশ্য জলকে দূষিত করা অত্যন্ত গর্হিত কর্ম্ম বলিয়া আমাদের শাস্ত্রে নির্দ্ধারিত হইয়াছে কিন্তু এতদ্দেশীয় সমাজ এই নিয়মলঙ্ঘন করিয়াই শাস্ত্রের মাহাত্ম্য রক্ষা করিয়াছেন। এই সনাতন প্রথার দায়ে গ্রামে গ্রামে মাঝে মাঝে যে প্রকার ভীষণ মারীভয় উপস্থিত হইত তাহা নিবারণ করিবার জন্য সমাজ নিজে কি কি উপায় উদ্ভাবন করিতেন তাহা আমরা জানিতে ইচ্ছা করি। আর একটা কথা আমাদের জিজ্ঞাসা করিবার আছে। রবিবাবু বোধ হয় পূর্ব্বকালের বঙ্গের রাজধানী গৌড়ের, প্রতাপাদিত্যের রাজধানী যশোহরের, সীতারাম রায়ের রাজধানী ভূষণার ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন। কি ঘোর মারীভয় দ্বারা এই সমস্ত রাজধানী ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে সনাতন হিন্দুসমাজ তাহা না জানিতে পারেন, রবিবাবুও তাহা কিছু জানেন না বলিয়া কি আমাদের মনে করিতে হইবে? আর জানিলেই বা তিনি কেমন করিয়া বাঙ্গালার 'ছায়াশীতল গ্রামগুলি অনাময়' ছিল লিখিলেন তাহা বুঝিতে পারি না।

এখন অন্নাভাব সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করিব। মুষ্টিভিক্ষার প্রথা অবশ্য বহুকালাবধি এ দেশে সমাজের দশজনের হৃদয় আকর্ষণ করিয়া আসিয়াছে কিন্তু যখন দুর্ভিক্ষ গ্রামের 'মর্ম্মরায়মান বেণুকুঞ্জে'

মৃত্যুচ্ছায়া বিস্তার করিত তখন সমাজ তাহা প্রতিরোধের কি উপায় অবলম্বন করিত এবং কি প্রণালীতে আপনার অভাব আপনিই সহজে মিটাইয়া লইত, সে সম্বন্ধে রবিবাবু আমাদিগকে বিশেষ কোন খবর দিতে পারিলে আমরা কৃতজ্ঞ হইব।

১৭৭০ খৃষ্টাব্দে—যখন 'সমাজের মন সমাজের মধ্যে ছিল'—যে দেশব্যাপী ভীষণ দুর্ভিক্ষে বঙ্গদেশের এক তৃতীয়াংশ লোক ধ্বংশপ্রাপ্ত হয় তাহার হৃদয় বিদারক চিত্র রবিবাবু অবশ্যই পাঠ করিয়াছেন। পরলোকগত হাণ্টার সাহেবের Annals of Rural Bengal নামক পুস্তক রবিবাবুর চিত্তশক্তিকে সন্তুষ্ট করিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু আমরা সে পুস্তকখানা পাঠ করিয়া কখনও অশ্রুসম্বরণ করিতে পারি নাই। পূর্ব্বে দুর্ভিক্ষের সময়ে দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত ভারতবাসী সমাজের সমবেত শক্তির সহানুভূতি অভাবে কিপ্রকার নিদারুণ যন্ত্রণা ও কষ্ট ভোগ করিত তাহার দুই একটী দৃষ্টান্ত রবিবাবুর অবগতির জন্য আমরা উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। সিন্ধু প্রদেশে একবার দুর্ভিক্ষের সময় দুইটী ভাই তাহাদের জননীর মাংস আহার করিয়া জীবনধারণ করিয়াছিল। পাঁচশত বর্ষ পূর্ব্বে যখন গৌরবান্বিত মোগল সাম্রাজ্যের রাজধানীর নিকট দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল তখন পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগ্রামান্তর হইতে দলে দলে হিন্দু নরনারী দিল্লির সহরে উপস্থিত হইয়া কালিন্দি যমুনার জলে আত্মসমর্পণ করিয়া জীবনযাত্রা সমাপ্ত করিয়াছিল। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর একজন বিশ্বস্ত ঐতিহাসিক ইবন্ ব্যাতুতার (Ibn Batuta) বর্ণনায় আমরা জানিতে পাই যে একবার

দুর্ভিক্ষের সময়ে অশ্বচর্ম্ম আহার করিয়া অনেকে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিল। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দের ভীষণ দুর্ভিক্ষে সন্তানের মাংস পিতা আহার করিয়াছে ইহারও প্রমাণ পাওয়া যায়।*

জলদান, বিদ্যাদান, স্বাস্থ্যাদির বন্দোবস্ত ও অন্নাভাব দূর করিবার কথা রবিবাবুর না তোলাই ভাল ছিল। তিনি যদি শুধু বলিতেন যে পূর্ব্বে সমাজের লোকেরা তাহাদের

---

*"That the distress in some of these famines was very severe and acute can easily be gathered from authentic accounts. Of one of these famines we read: "That it drove the men of Sindh to eat their own kind and an instance is quoted of two brothers making a meal of their mother's flesh." (*Tarikh-i Tahiri*). Of the severity of another, it is recorded that "man devoured man and that the Hindus came into Delhi with their families, twenty and thirty of them together, and in the extremity of hunger drowned themselves in the Jumna." (*Tarikh-i Feroz Shahi*). The same story of man eating man is repeated in the account of another famine during which "the dead found neither coffin nor grave and that the common people lived upon the seeds of the thorny acacia, upon dry herbage of the forest and on the hides of cattle." *Tarikh-i Badauni*.) In another we are told "that men were driven to the extremity of eating each other and some formed themselves into parties to carry off lone individuals for their food." (*Akbar Nama*). Ibn Batuta, a celebrated traveller of the fourteenth century, was a personal witness to some of the ravages caused by the famine of 1327 and saw women "eating the skin of horses dead some months before and skins cooked and sold in the markets and crowds fighting for blood at the slaughter house." (Elliot's *History of India*, Vol. III, page 619). Of the great famine of 1661, Abdul Hamid Lahori writes: "Life was offered for a loaf but none would buy; rank was to be sold for a cake but none cared for it. For a long time, dog's flesh was sold for goat's flesh and the pounded bones of the dead were mixed with flour and sold. Destitution at length reached such a pitch that men began to devour each other and the flesh of a son was preferred to his love. The numbers of the dying caused obstruction in the roads." (*Badshah Nama*). Besides all manner of individual miseries and privations and the perishing of thousands of people of want, most of these famines caused the break-up of whole families, the desolation of entire provinces, and the abandonment of cultivation in most of the villages and communes." (মৎপ্রণীত *Indian Famines* নামক পুস্তকের ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

অভাব পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করিতে পারিত না কিন্তু শবদাহ, সতীদাহ, বিবাহ, উপনয়ন, শ্রাদ্ধাদি সংস্কার উপলক্ষে কিম্বা পঞ্চায়েৎ হইতে রাজস্ব তুলিয়া দেওয়া ও গ্রামে নানাবিধ ঝগড়া বিরোধ ও দলাদলি মিটাইয়া শান্তি সংস্থাপনাদি ব্যাপারে সমাজস্থ সকলেই পরস্পরের সাহায্য পাইত তাহা হইলে আমাদের কোন আপত্তি করিবার কারণ থাকিত না।

"চাঁদার খাতা কুক্ষিগত করিয়া (পূর্ব্বে) উৎসাহী লোকদিগকে দ্বারে দ্বারে মাথা খুঁড়িয়া মরিতে হয় নাই" বলিয়া রবিবাবু খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। এ আনন্দের কোন কারণ অনুসন্ধান করিয়া আমরা বাহির করিতে পারিলাম না। পূর্ব্বকালে সমাজ সে ভাবে সক্রিয় ও জাগ্রত হইবার আবশ্যকতা ধারণায় আনিতে পারে নাই বলিয়া সে সময়ে 'উৎসাহী লোকদিগকে' 'চাঁদার খাতা কুক্ষিগত করিয়া' ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় নাই। সাধারণ অভাব সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জ্ঞান কিম্বা সাধারণের উপকার সম্বন্ধে কোন কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব বোধ থাকিলে সমাজে সে সময়েও এরূপ 'উৎসাহী লোকের' অভাব থাকিত না। এখন 'উৎসাহী লোকেরা' সমাজের হিতকল্পে যে সব কাজ করিয়া থাকেন পূর্ব্বে রাজশক্তি ব্যতিরেকে অন্যকেহ সে সব কাজে হাত দিতে সাহসী হইতেন না কিম্বা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন না। 'উৎসাহী লোকের' দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ান সমাজের গতিশীলতা ও উন্নতির পরিচয় প্রদান করে,—নিষ্ক্রিয়তা কিম্বা জড়ত্বের পরিচয় প্রদান করে না।

প্রাতঃস্মরণীয়, চিন্তাশীল ঐতিহাসিক বাক্‌ল্ (Buckle)

ভারতবর্ষীয় বৈদিক, মহাভারতীয় এবং পূরাণোক্ত সমাজের, পণ্ডিতপ্রবর রিজ্ ডেভিডস্ (Prof. Rhys Davids) বৌদ্ধ ভারতবর্ষের এবং ব্যবহারশাস্ত্রবিৎ, পক্ষপাতশূন্য সার হেন্‌রি মেন্ (Sir Henry Maine) আধুনিক হিন্দু সমাজের যে যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেক-টিই রবিবাবুর আদর্শ হিন্দুসমাজের গৌরব বিনাশক। এদেশে যুগযুগান্তরে বহু ধীমান্, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কর্ত্তব্যানুরত, ধর্ম্মপরায়ণ, সত্যানুসন্ধিৎসু লোকের আবির্ভাব হইয়াছে যাহাদের চিন্তাপ্রসূত দর্শন উপনিষদ্ আদিও আত্মোৎসর্গের অসাধারণ দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষকে পৃথিবীর সমস্ত সভ্যজাতির নিকট সম্মানিত ও গৌরবান্বিত করিয়াছে ; কিন্তু সাধারণ সমাজ চিরকালই স্বার্থ ও অজ্ঞান অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকিয়া অনুদারতা ও সঙ্কীর্ণতা প্রভৃতি নীচ প্রবৃত্তিগুলির প্রশ্রয় দিয়া ভারতবর্ষীয় জনসাধারণকে বহুকালাবধি অন্যান্য জাতির নিকট ঘৃণিত ও হেয় করিয়া রাখিয়াছে। কল্পনা চক্ষে ঘটনাবলিকে ইচ্ছামত রঞ্জিত করিয়া একটী সুখকর ও শান্তিপ্রদ চিত্র অঙ্কিত করা সহজ হইতে পারে —কিন্তু তাহা সত্য নহে, তাহা ইতিহাস নহে।

রবিবাবু প্রবন্ধের একস্থলে লিখিয়াছেন যে : "রাজশ্রী যখন দেশ হইতে নির্ব্বাসিত, সমাজশ্রী তখনও বিদায়গ্রহণ করেন নাই। সেইজন্যই আজও আমাদের মাথা মাটীতে গিয়া ঠেকিতে পায় নাই।" এই কথাটী পড়িয়া আমাদের একটী গল্প মনে পড়িয়া গেল। একজন জমিদার তাঁহার বিষয়কর্ম্ম সমস্ত অবহেলা করিয়া দেওয়ানের উপর সমস্ত কর্ত্তব্য ভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন। ইহাতে দেওয়ানজী ক্রমে প্রায় প্রভুর পদ প্রাপ্ত হন। একদা জমিদার বাবু কার্য্যোপ-

লক্ষে স্থানান্তরে চলিয়া যাওয়াতে তাঁহার সহধর্ম্মিণী নিজেই বিষয়কার্য্য দেখিতে আরম্ভ করেন। কিছুদিনের ভিতরেই গৃহিণী ঠাকরুণ দেওয়ানজীর উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে গোশালায় বন্ধ করিয়া রাখিলেন। এইরূপ অবস্থায় দেওয়ানজী তাঁহার জমিদার প্রভুর নিকট এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিলেন "যে কর্ত্রী ঠাকুরাণী আমার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া আমাকে সম্প্রতি গোশালায় বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, কখন যে অপমান করেন তাহার নিশ্চয়তা নাই।" জমিদার মহাশয় এই চিঠিখানি পাইয়া এই মর্ম্মে উত্তর দিলেন যে, "যখন গোশালায় আটকাইয়া রাখাতেও আপনার অপমান বোধ হয় নাই, তখন আপনাকে কেহ কখনও অপমান করিতে সক্ষম হইবে এইরূপ আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই।" আমরা এই জমিদার মহাশয়ের ভাষায় রবিবাবুকে শুধু এই বলিতে ইচ্ছা করি যে দেশের এখন যে অবস্থা এবং আমাদের যতদূর অধোগতি হইয়াছে তাহাতেও যদি আমাদের মাথা মাটীতে গিয়া এখনও না ঠেকিয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের মাথা কখনও মাটীতে ঠেকিবে এরূপ আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই।

এখন রবিবাবুর 'স্বদেশী সমাজ' গঠন ও তাহার সমাজ-পতি মনোনয়ন এবং কার্য্যাবলীর সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলিতে ইচ্ছা করি। রবিবাবু বলেন যে "আজ আমরা সমাজের সমস্ত কর্ত্তব্য একে একে সমাজ বহির্ভূত ষ্টেটের হাতে তুলিয়া দিবার জন্য উদ্যত হইয়াছি।" যে কোন কারণেই হউক রবিবাবু তাহা পছন্দ করেন না, তাই তিনি একটী নূতন সমাজ চান। এই সমাজের কার্য্যকরী শক্তি

হইবে মেলা, এবং মেলার দ্বারা কাজ হইবে "পথ ঘাট, জলাশয়, গোচর জমি প্রভৃতি সম্বন্ধে জেলার যে সমস্ত অভাব আছে, তাহা প্রতিকারের পরামর্শ করা।" অর্থাৎ আজ কাল ইংরাজ স্থাপিত ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপালিটীগুলি স্থানীয় অভাব মোচনের জন্য যে সব কাজ ভাগ করিয়া লইয়াছেন, রবিবাবু তাঁহার সমাজকে সেই সেই কাজই আবার করিতে বলেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, যদি ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপালিটীর দ্বারা আমরা এ সমস্ত কাজ ঘরের টাকা খরচ না করিয়া এবং সরকারের লোক সাহায্যে সুচারুরূপে করাইয়া লইতে পারি, তাহাতে অপরাধ কি? ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপালিটীর প্রতিদ্বন্দ্বী করিয়া জেলায় জেলায় শাখা সমাজ প্রতিষ্ঠা করিলে আমরা যে কি বিশেষ উপকারের প্রত্যাশা করিতে পারিব তাহা বুঝিতে পারি না। যদি বল ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডে কিম্বা মিউনিসিপালিটিতে স্বাধীনভাবে কাজ করিবার কোন সুবিধা নাই, তবে তাহাতে যে সরকারের বিশেষ কিছু দোষ আছে তাহা তো মনে হয় না। আমি ও আপনি যাহাদের স্বাধীনভাবে কাজ করিবার কোন অন্তরায় নাই—আমাদের সকলেরই ত এই সব ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডে ও মিউনিসিপালিটীতে যাইবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। তবু, আমরা এ সমস্ত সমিতির সভ্য হইয়া স্বদেশের হিতকল্পে সময় ও শক্তি ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইয়া থাকি। যদি আমাদের এইরূপ কাজ করিতে উৎসাহের অভাব থাকে, তবে কেহ যে আমাদিগকে জেলার সমাজে সে সব কাজ করাইতে পারিবে, সে বিষয়ে রবিবাবুকে কে নিশ্চিন্ত করিল? আর যদি এ সমাজের জন্য স্বাধীনচেতা, স্বার্থহীন, সুবিবেচক লোক না পাওয়া যায়

তবে জেলায় জেলায় এই শাখা সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া উভয়েরই ক্ষমতা হ্রাস করিয়া কি যে উপকার হইবে বুঝি না। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডে ও মিউনিসিপালিটিতে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিয়া অনেক সময় আমরা দেশের কিঞ্চিৎ উপকার করিতে সমর্থ হইতে পারি কিন্তু এই প্রতিদ্বন্দ্বী সমাজে অর্থ ও শক্তির অভাবে আমাদিগকে সদাসর্ব্বদাই ব্যর্থমনোরথ হইতে হইবে। এরূপ অবস্থায় এ প্রতিদ্বন্দ্বী সমাজের আবশ্যকতা ধারণা করা সহজ ব্যাপার নহে।

রবিবাবু তাঁহার এই প্রস্তাবিত সমাজ দ্বারা গুণী লোককে পুরস্কার ও হিন্দু মুসলমানের বিরোধ মিটাইয়া তাহাদের ভিতরে প্রীতি-শান্তি-সংস্থাপন করাইবার এবং ইংরাজ-শিক্ষিত-সমাজের সহিত আপামর সাধারণের আপাতত যে দুর্ভেদ্য পার্থক্য রহিয়াছে তাহা উঠাইবার ব্যবস্থা করাইতে চান। এ সমস্ত উদ্দেশ্য অত্যন্ত সাধু হইলেও কেমন করিয়া নির্ব্বিরোধে, বিনা শিক্ষায়, এবং রাজশক্তির সাহায্য অপেক্ষা না করিয়া কার্য্যে পরিণত হইতে পারে তাহা সহজে উপলব্ধি করা সুকঠিন। হিন্দু মুসলমানের বিরোধ রবিবাবু যত সহজসাধ্য প্রশ্ন বলিয়া মনে করেন, বাস্তবিক ইহা তত সামান্য ব্যাপার নহে। কলিকাতার সহরতলীস্থ টালায় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যে অতি সামান্য কারণ লইয়া হিন্দু মুসলমানের ভিতরে ঝগড়া বাধিয়াছিল, তাহাতে ইংরাজ রাজশক্তির সাহায্য না পাইলে কলিকাতার ইতিবৃত্ত কিঞ্চিৎ পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইত সন্দেহ নাই। তোমাকে গুণের জন্য পুরস্কার করিতে হইলে অনেক সময় নির্গুণী লোককেও সমাদর করিতে হইবে এবং গুণী লোককে উপেক্ষা করিতে হইবে; কারণ,

"স্বদেশী সমাজ"

অনেক সময় সমাজ যাহাকে বড় মনে করে তিনি যথার্থই বড় নন, এবং যিনি যথার্থই বড় সমাজ তাহাকে সংস্কারগত পক্ষপাতিত্বের দরুণ যথেষ্ট সমাদর করিতে প্রস্তুত নন। তৃতীয় প্রস্তাব সম্বন্ধে এই বলা যাইতে পারে যে এই সমাজের কার্য্যকারী শক্তিরূপ মেলাতে যে শীঘ্র কথনও ধনী ও দরিদ্র, ভদ্র ও অভদ্র, শিক্ষিত ও নিরক্ষর লোক একসঙ্গে বসিয়া মন খুলিয়া পরস্পব পরস্পরের সহিত মিশিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিবে এরূপ আশা করিবার কোন ভিত্তি নাই। যে পর্য্যন্ত আমি আমার সমস্ত মত, শিক্ষা ও সংস্কারকে বলি দিতে সক্ষম না হইব সে পর্য্যন্ত নিরক্ষর লোকের সহিত তাহার কুৎসিত আমোদ প্রমোদে যোগদান করিতে এবং নিরক্ষর মূর্খেরও তদ্রুপ আমার ন্যায় কুসংস্কার বিহীন লোকের সহিত বন্ধুভাবে মিলিতে কোন আকাঙ্ক্ষা হইবে না। মেলা দ্বারা সমাজের প্রভূত উপকার হইতে পারে আমরাও বিশ্বাস করি, কিন্তু তাই বলিয়া ইহাদ্বারা সমাজের স্তরে স্তরে এখনও যে দূরত্ব ও পার্থক্য বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহা দূর করা অসম্ভব। যদি যথার্থই আমরা এই নিরক্ষর পল্লিনিবাসী সাধারণ লোকের সহিত মিশিতে ইচ্ছা করি—এবং ইহা হইতে অধিকতর উচ্চাশা হৃদয়ে পোষণ করা অসম্ভব—তাহা হইলে ইহাদিগকে শিক্ষাদান ও নানাবিধ কুসংস্কার হইতে রক্ষা করিয়া আমাদের সাধারণ স্বার্থ বুঝিবার উপযোগী করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। একসঙ্গে বসিয়া যাত্রা, কীর্ত্তন ও কথকতা শুনিলেই অন্তরে অন্তর মিশিয়া যাইবার সম্ভাবনা হইবে না। তাই আমাদের বিশ্বাস যদি

এই 'স্বদেশী সমাজ'কে জাগ্রত রাখিতে কিম্বা সক্রিয় করিতে ইচ্ছা থাকে তবে রবিবাবুর প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করিলে অনিষ্ট আশঙ্কারই সম্ভাবনা, উপকার প্রত্যাশার সম্ভাবনা নাই।

এই সমাজের রবিবাবু একটী সমাজপতি চান। তিনি বলেন, "আমাদের প্রথম কাজ হইবে যেমন করিয়া হোক, একটি লোক স্থির করা এবং তাহার নিকট বাধ্যতা স্বীকার করিয়া একটি ব্যবস্থা তন্ত্র গড়িয়া তোলা।" এই উপলক্ষে রবিবাবু বলেন, "এই ব্যবস্থাতন্ত্র ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে হইবে"; ইহার কয়েক পংক্তি পরেই তিনি আবার বলেন যে "কাজে প্রবৃত্ত হইলে এই সমাজ রাজতন্ত্র দেখিতে দেখিতে প্রস্তুত হইয়া যাইবে।" প্রবন্ধকারের এ প্রকার অদ্ভুত অসঙ্গতির সহিত আমাদের কোন কলহ নাই, কারণ যে পর্য্যন্ত ইংরাজ এদেশে একছত্র রাজা থাকিবেন সে পর্য্যন্ত এই কাল্পনিক সমাজ ও সমাজপতির সাফল্য সম্বন্ধে আমাদের একবিন্দু আশা করিবার কোন কারণ দেখিতেছি না। অবশ্য রবিবাবু সেরূপ কিছু ভয় করেন না, কারণ তিনি বলেন তাঁহার প্রস্তাবিত সমাজে "শক্তি সঞ্চারের সঙ্গে যখন যোগ্যতার যোগ হইবে তখন দেশের মঙ্গল দেখিতে দেখিতে আশ্চর্য্য বলে আপনাকে সর্ব্বত্র বিস্তীর্ণ করিবে।" কবি যাহাকে 'দেখিতে দেখিতে' মনে করেন তাহা ব্রহ্মার মুহূর্ত্তের ন্যায় শত শত বৎসর না হইতে পারে, কিন্তু ঘটনাচক্রের যেরূপ আবর্ত্তন দেখা যাইতেছে তাহাতে যে অচিরেই ভারতবর্ষের কিম্বা বঙ্গদেশের অদৃষ্টাকাশে এ জাতীয় শক্তির বিকাশ এবং সমাজতন্ত্রের (Social

Polity) সন্তোষজনক সুব্যবস্থা হইবে তাহা মনে হয় না।

প্রাচীন ভারতবর্ষে অনেকের মনে অবতারবাদ ও সমাজ-পতির কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে নানাবিধ অদ্ভুত ধারণা প্রচলিত ছিল। আধুনিক সভ্য জগতে কার্‌লাইল্‌ (Carlyle) এই প্রকার সমাজপতির আবির্ভাব ও কার্য্য করিবার শক্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট জল্পনা করিয়াছেন। রবিবাবুও এক জায়গায় বলেন ঃ—"দেশে এক একটা বড়দিন আসে, সেইদিন বড়লোকের তলবে দেশের সমস্ত সালতামামি নিকাস বড়খাতায় প্রস্তুত হইয়া দেখা দেয়"। কার-লাইলের হিরো-ওয়ারসিপ্‌ (Hero-Worship) অথবা ইতিহাসে বড়মানুষের আবির্ভাব সম্বন্ধে (Great Men Theory in History) গীতাকারের "পরিত্রাণায় হি সাধুনাং, বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং" কিম্বা রবিবাবুর 'সমাজের হিসাব তৈরি'র ন্যায় পৃথিবীতে যে সব মত প্রচারিত হই-য়াছে তাহার অধিকাংশই আজ কাল শিক্ষিত সমাজ কর্ত্তৃক বর্জ্জিত ও পরিত্যক্ত হইয়াছে। সমাজপতি ও সমাজ সম্পর্কে আধুনিক সভ্য জগতের মত সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে।

ইংরাজি ও ইউরোপীয় সাহিত্যে সমাজবিজ্ঞান (Socio-logy) নামে একটী শাস্ত্র আধুনিক সময়ে আবিষ্কৃত হইয়াছে। অগষ্ট কোম্‌তের (Augustus Comte) সময় হইতে আরম্ভ করিয়া অনেকানেক জাতির ভিতরে এই শাস্ত্রের বহুল প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। সমাজের উৎপত্তি, বিকাশ ও উন্নতি এই শাস্ত্রে আলোচিত হইয়া থাকে। 'দেখিতে দেখিতে' কিম্বা যুগান্তরব্যাপী শিক্ষা ব্যতিরেকে সমাজের উপর কোন স্থায়ীভাবের প্রতিষ্ঠাস্থাপন সমাজ-

তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অসম্ভব বলিয়া মনে করেন।* মহাত্মা ডারুইন্ (Darwin) অদ্ভুত গবেষণা শক্তি দ্বারা জীবের যে ক্রমবিকাশ তত্ত্ব উদ্ভাবন করিয়াছেন, সমাজের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধেও আজকাল শিক্ষিত সমাজে সেইরূপ ধারণা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইতিহাসচর্চ্চা ও সমাজের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধীয় জ্ঞানের আলোচনা আমাদের সকলের পক্ষে এখন বিশেষ আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

আমরা ভারতবর্ষীয় হিন্দুজাতি কিম্বা আমাদের স্বদেশীয় মুসলমানজাতি কোথাও কোন সময়ে সমস্ত সমাজের প্রতিমা-স্বরূপ একজন সমাজপতির বাধ্যতা স্বীকার করিয়া কোন কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছি কি না ইতিহাসের পৃষ্ঠাই শুধু তাহার প্রমাণ দিতে সক্ষম। সমাজপতির বশ্যতা স্বীকার করিয়া কার্য্য করিতে আমাদের কোন শিক্ষা হইয়াছে কি না তাহাও ঐতিহাসিক ও সমাজতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরাই বলিতে পারেন। অবশ্য আমরা সমগ্র জাতীয় সমাজের কথাই বলিতেছি, গ্রামের ক্ষুদ্র সমাজের কথা উল্লেখ করিতেছি না। সমস্ত দেশের সাধারণ সমাজই আমাদের আলোচ্য, পল্লির বর্ণ ও বংশগত সমাজ আমাদের আলোচ্য নয়। অধ্যাপক সিলি (Prof. Seeley) বলেন "যদি ভারতবর্ষের জাতীয় একতা সম্বন্ধে পূর্ব্বে কোন জ্ঞান থাকিত এবং সকলেই স্ব স্ব প্রধান না হইয়া সাধারণ

* "Similarly, before there arise in human nature and human institutions, changes having that permanence which makes them an acquired inheritance for the race, there must go innumerable recurrences of the thoughts and feelings and actions conducive to such changes. The process cannot be abridged; and must be gone through with due patience."
Herbert Spencer's *Study of Sociology*, pp. 397-8.

স্বার্থের জন্য কাজ করিতে সমর্থ হইত, তাহা হইলে ইংরাজ কখনই ভারতবর্ষ জয় কিম্বা দখল করিতে পারিতেন না। যদি কখনও ভারতবর্ষে এই জ্ঞান বিকশিত হয় তবে ইংরাজকে সেই দেশ হইতে তখনই পাত্‌তাড়ি গুটাইতে হইবে।"* আমরাও তাহাই মনে করি। কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথুরায় ও জয়চাঁদের কলহের ভিতর দিয়া সিপাহী বিদ্রোহের সময় পর্য্যন্ত যদি আমরা ভারতবর্ষের বহু শতাব্দীর ইতিহাস আলোচনা করি তবে সমাজপতির নেতৃত্বে বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন সম্বন্ধে আমাদের কিরূপ শিক্ষা হইয়াছে তদ্বিষয় ভ্রম থাকিবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। মহাভারতীয় রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ হইতে আরম্ভ করিয়া যত বহুসংখ্যক রাজচক্রবর্ত্তীর অভিষেক ও সমাজপতির বশ্যতার সম্বন্ধে ইতিহাসে উল্লেখ পাওয়া যায় তাহার প্রত্যেকটীতে দ্বেষ, হিংসা ও অবাধ্যতার ভাব অত্যন্ত পরিস্কার ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে দেখিতে পাই। ভারতবর্ষের ইতিহাসানুযায়ী, বঙ্গদেশের ইতিহাসেও যুগে যুগে এই ভাবের পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। ভবানন্দ মজুমদার, উমিচাঁদ, মিরজাফর, প্রভৃতি লোক বঙ্গদেশের ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে যেভাবে কলঙ্কিত করিয়াছেন সেরূপ অন্য কোন দেশে সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ। এই শিক্ষার উপর নির্ভর করিয়াই কি রবিবাবু আমাদিগকে একটা সমাজপতির শাসনাধীন হইয়া একত্রে একই স্বার্থের জন্য কাজ করিতে উপযুক্ত হইয়াছি বলিয়া মনে করেন ?

উপমা বাহুল্যে কিম্বা পল্লবিত বর্ণনার জোরে অসম্ভব

* Seeley's *Expansion of England.*

সম্ভব হয় না। নূতন নূতন ভাবের সৃষ্টি করিয়া এবং ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত দ্বারা সমাজের ক্রমবিকাশকে সাহায্য করা যাইতে পারে সন্দেহ নাই কিন্তু কোন শক্তিই ইহাকে জোর করিয়া ঠেলিয়া দিতে পারে না। † একত্রে এক স্বার্থের জন্য কাজ করিতে এই আমরা ইংরাজের অনুগ্রহেই প্রথম শিখিতে আরম্ভ করিয়াছি; ইংরাজ রাজচক্রবর্ত্তীর অধীনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বেষ ও হিংসা বলিদান দিতে আমরা এই প্রথম প্রস্তুত হইতেছি; ইংরাজের প্রবল প্রতাপের নিকটে আমরা রাজা প্রজা, ধনী দরিদ্র, একাসনে সমভাবে দণ্ডায়মান হইয়া জাতীয় জীবনের এই প্রথম সঞ্চার অনুভব করিতেছি। ব্যক্তিগত ও সংস্কারগত পক্ষপাতিত্ব ত্যাগ করিতে এখনও আমাদের অনেক কাল অপেক্ষা করিতে হইবে; এ পক্ষপাতিত্ব পরিহার করা বহু শিক্ষা, শ্রম ও আয়াস সাপেক্ষ। যে কেহ যখন ইচ্ছা তখন দাঁড়াইয়া 'আমার সমস্ত দেশ আমাকে ইহা বলাইতে উদ্যত করিয়াছে' বলিলেই সমাজ তাহার জন্য প্রস্তুত থাকে না। আমেরিকার মর্ম্মন সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক হইতে আরম্ভ করিয়া আজ কালের জায়োনিজমের (Zionism) অধিনেতা পর্য্যন্ত অনেকেই আধুনিক সময়ে এইরূপ স্বকপোলকল্পিত আদেশ নির্দ্দেশ করিয়া সমাজের ও পৃথিবীর প্রভূত অনিষ্ট সংঘটন করিয়াছেন।

যদ্যপি ব্যক্তিগত ও সংস্কারগত পক্ষপাতিতা দূর করিতে

† "As between infancy and maturity there is no short cut by which may be avoided the tedious process of growth and development through insensible increments; so there is no way from the lower forms of social life to the higher, but one passing through small successive modifications." Herbert Spencer's *Study of Sociology*, p. 397.

ইচ্ছা থাকে তবে ইহাকে বিকাশ পাইবার কোনও অবসর দেওয়া উচিত নয়। শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান করিতে যাইয়া এবং রাজসূয় যজ্ঞে যুধিষ্ঠিরের অভিষেকের সময় ভারতবর্ষে যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল বহুশতাব্দী ধরিয়া তাহার ফল আমাদের 'তপস্বিনী জননী'কে ভোগ করিয়া আসিতে হইয়াছে। এখন আমাদের এই বিনম্রবিনীত অনুরোধ, যেন এ নবযুগে, ও অভিনব শিক্ষার প্রারম্ভেই কোন স্বদেশ প্রেমিক লোক আলেয়ার ক্ষীণ রশ্মিতে প্রলুব্ধ হইয়া ঈর্ষা ও বিদ্বেষের নির্ব্বানোন্মুখ অগ্নি এদেশে পুনর্ব্বার প্রজ্জ্বলিত করিতে প্রয়াসী না হন। ধৈর্য্য ধরিতে হইবে, অপেক্ষা করিতে হইবে, ত্যাগস্বীকার করিতে হইবে—কঠোর সাধনার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে—তবেই সমাজপতির শাসন সম্ভব হইবে। মন্দির নির্ম্মাণ না করিয়া মন্দিরের মাথায় স্বর্ণকলস প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াস পরামর্শসিদ্ধ কার্য্য বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। সমাজপতি দাঁড় করাইয়া সমাজকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করা—ঘোড়ার সম্মুখে গাড়ী জুড়িয়া চালাইবার প্রয়াসের ন্যায়—বুদ্ধিমানের কার্য্য বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। সমাজের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইলে সমাজ আপনি তাহার সমাজপতি বাছিয়া লইবে। সমাজের সে শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে সমাজকে 'সনাথ' এবং 'সমাজের শূন্য রাজ-ভবনে' সমাজপতি আহ্বান করিলে আমাদের উন্নতির পথ প্রতিরোধ করা ভিন্ন অন্য কোন ফলের সম্ভাবনা নাই।

রবিবাবুর প্রবন্ধ সমালোচনা করিতে বসিয়া আমাদের প্রবন্ধও দীর্ঘ হইয়া পড়িল। কিন্তু রবিবাবুর প্রবন্ধ সমালোচনা করা এবং তাঁহার মতামত প্রতিবাদ করাই

আমাদের উদ্দেশ্য নয়। রবিবাবুর ন্যায় আমাদেরও সমাজ সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বক্তব্য আছে। তাহা বলিয়াই আমরা এ প্রবন্ধ শেষ করিব।

'বেলেস্ত্রা' 'পাকস্থলী' 'পক্ষাঘাতগ্রস্ত অঙ্গ' 'মৃগনাভী' 'ব্যাধির বীজ' 'শারীরিক ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক অব্যবহিত উত্তেজনা' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করাতে মনে হয় রবিবাবু চিকিৎসা শাস্ত্রের ভাষার সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত নন। কিন্তু প্রবন্ধ পড়িয়া মনে হয় সমাজ চিকিৎসা সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান খুব বিস্তৃত নয়। তিনি আমাদের সমাজব্যাধি নির্ণয় করিতে সম্পূর্ণরূপে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন।

আমাদের 'সমাজের মনটা সমাজের মধ্যে নাই,' আমাদের 'চিত্তধারা বিক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে,' আমাদের 'মর্ম্মস্থান আজ অনাবৃত-অবারিত হইয়া পড়িয়াছে,' আমরা 'সাধারণের সঙ্গে একটা দুর্ভেদ্য পার্থক্য তৈরি করিয়া তুলিতেছি,' ইত্যাদি যে সব কথা রবিবাবু উল্লেখ করিয়াছেন সে সব ব্যাধি নয়, ব্যাধির লক্ষণ মাত্র।

আমাদের ব্যাধির নাম Atrophy of the Moral Faculty অর্থাৎ নৈতিক শক্তির ক্ষয়। সমাজপতির প্রতিষ্ঠা এ ব্যাধির চিকিৎসা নয়; যাত্রা, কীর্ত্তন কথকতা এই চিকিৎসার প্রধান উপকরণ নয়। ধীরে ধীরে সাবধানে আমাদের নৈতিক জীবনকে সবল করিয়া তোলাই এই ব্যাধির প্রশস্ত ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসা—বিজ্ঞান চর্চ্চা ও কুসংস্কারবর্জ্জিত (rationalistic) জ্ঞানের বিস্তারই এ চিকিৎসার প্রধান উপকরণ।

আমাদের বুদ্ধি আছে, শক্তি আছে, কার্য্য করিবার ক্ষমতা আছে—নাই শুধু নৈতিক বল। পৃথিবীর সমস্ত

জাতিই আমাদের বুদ্ধি ও সভ্যতার প্রশংসা করিয়া আসিতেছেন ; গ্রীক, সিদিয়ান, ইংরাজ, মোগল, পাঠান, আফগান ইত্যাদি সকল জাতিই আমাদের শক্তির কিছু না কিছু প্রমাণ পাইয়াছেন। কিন্তু নৈতিক বলের অভাবে আজ আমরা কোটি কোটি মানব বহুশতাব্দী যাবৎ পৃথিবীর অর্দ্ধ সভ্য জাতির ভিতর পরিগণিত হইয়া পরাধীনতার লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া 'বিরাট মানবের কলেবরে পক্ষাঘাত-গ্রস্ত অঙ্গের ন্যায়' পড়িয়া রহিয়াছি।

আমাকে আপনাকে লইয়া সমাজ। আমি ও আপনি সমাজের কেন্দ্র। আমার আপনার উন্নতিতে সমাজের উন্নতি। আমার ও আপনার নৈতিক বলের অভাব হইলে সমাজেরও নৈতিক বলের অভাব হইবে। যেমন শরীরস্থ কোন অঙ্গে ব্যাধি হইলে সমস্ত শরীর শক্তিশূন্য বলিয়া মনে হয়, তেমনি আপনার ও আমার নৈতিক শক্তির বিকাশ প্রাপ্ত না হইলে সমাজ বিকলত্ব প্রাপ্ত হয়। আজ আপনি যে আপনার স্নিগ্ধ ও নির্জ্জন পাঠাগার হইতে বাহির হইয়া সমাজকে প্রদীপ্ত ভাষায় গালি দিতেছেন, সে গালির জন্য আপনি ও আমি কতটুকু দায়ী একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি?

এ বিষয় একটুকু ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। বহুজাতি, বহুবিধ আচার, রীতি নীতি, বহুপ্রকার শিক্ষা ও সংস্কারের সংঘর্ষণে আপনাকে রক্ষা করিতে যাইয়া আমরা বড়ই স্বার্থপর হইয়া পড়িয়াছি। যুগ যুগান্তর ধরিয়া পর হইতে নিজকে রক্ষা করিতে যাইয়া আমরা উদারতাকে বিসর্জ্জন দিয়া সঙ্কীর্ণতার আশ্রয় লইয়াছি। সেই সঙ্কীর্ণতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া এখন আমাদিগকে সম্পূর্ণ গ্রাস

করিয়া বসিয়া আছে। এখন আর আমাদের পরার্থ ও সাধারণ স্বার্থ বুঝিবার শক্তি নাই। 'বহুর মধ্যে ঐক্য-উপলব্ধি' ভারতবর্ষের অন্তঃর্নিহিত ধর্ম্ম নয়। 'ঐক্যের মধ্যে বিচিত্রতা উপলব্ধিই' আধুনিক হিন্দুসমাজের বিশেষত্ব। স্বদেশকে গ্রামে গ্রামে, পল্লিতে পল্লিতে এবং সমাজকে মেল ও শ্রেণীতে খণ্ড খণ্ড করিয়া আমরা ভাগ করিয়া লইয়াছি। তাই আমাদের এদেশে পুরাকাল হইতে স্বার্থপরতা প্রবলবেগে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। তাই আমরা চিরকালই সাধারণ স্বার্থের মহিমা বুঝিতে, এবং বুঝিলেও তদনুসারে কার্য্য করিতে, শিখি নাই। আমাদের ভিতরে স্বার্থপরতার পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে বলিয়াই আমরা সমস্ত বিদেশী শত্রুদ্বারা অনায়াসে পরাজিত হইয়াছি। এই স্বার্থপরতার বিকাশ হইয়াছে বলিয়াই এদেশে জয়চাঁদ প্রভৃতি লোকের আবির্ভাব ও প্রতিপত্তি সম্ভব হইয়াছে। জাপানের ও ইংলণ্ডের জাতিভেদহীন, একধর্ম্মানুরত, সমভাষী সমাজের স্বদেশ প্রেমের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আমাদের চোখের সাম্‌নে ধরা নিষ্প্রয়োজন। জাপান ও ইংলণ্ডে সমাজ বহুশতাব্দী ধরিয়া স্বদেশ প্রেমের জন্য শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে।* আমরা সে সাধনাও করি নাই, সিদ্ধির জন্য উৎকণ্ঠিত হইবারও কোন অধিকার নাই।

সমাজের সাধারণ স্বার্থের জন্য আমি ও আপনি আমাদের সুখ ও শান্তি বলিদান দিতে শিক্ষা করি নাই; সমাজকে প্রবল করিবার উদ্দেশ্যে আমি ও আপনি

* জাপানের স্বদেশ প্রেম কিরূপ জ্বলন্ত তাহা নিম্নলিখিত গল্পটিতে প্রকাশ পাইবে :—"Then what is your religion," asked an Indian to a Japanese. "Are you a Buddhist, Shintoist or Christian?" "I am none of these," answered the Japanese and added quietly, "Japan is the religion of the Japanese."

কখনও আমাদের সময় ও শক্তি ব্যয় করিতে প্রস্তুত হই নাই। স্বার্থপরতা স্বভাবতঃ নৈতিক শক্তির প্রতিকূল; তাই স্বার্থপরতার বিকাশ পাইলে নৈতিক শক্তির পরিস্ফুরণ হয় না, আর নৈতিক শক্তির বিকাশ না হইলে চিত্তের জড়ত্ব দূর হয় না। এরূপাবস্থায় সমাজশক্তি কিরূপে আমাদের ভিতরে প্রবল এবং সক্রিয় হইবে বুঝিতে পারি না।

স্বার্থপরতা চিরকালই স্বীয় সুখান্বেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমি আমার নিজের সুখ ও স্বচ্ছন্দতা চাই—সাধারণের জন্য তাহা ত্যাগ করিতে যাইব কেন? আমার যদি ধন ও ঐশ্বর্য্য থাকে এবং সৎকার্য্যে ও পরোপকারে তাহা ব্যয় করিতে আমি শিক্ষাপ্রাপ্ত না হইয়া থাকি তবে তাহা কেন আমি 'গাড়ী-জুড়ি-কোট-বুট' 'সাজসজ্জা-আসবাব-আড়ম্বরে ব্যয় করিব না তাহা আমাকে কেহ বলিয়া দিতে পারেন কি? আমি যদি শুচিশুদ্ধ, মিতসংযত ও সত্যবাদী হইতে শিক্ষা না পাইয়া থাকি তবে কেন যে আমি 'নকল-ইংরাজ' সাজিব না, জ্বালাময় তরল-রস পান করিয়া তৃষ্ণা নিবৃত্তি করিব না, এবং কথায় কথায় শপথ (swear) করিব না, তাহা বুঝিতে পারি না। প্রকৃত মনুষ্যত্বের চর্চ্চা না থাকিলেই দুর্দ্দাম স্বেচ্ছাচারিতার বিকাশ হয়, সঙ্ সাজিয়া বেড়াইতে সুখ বোধ হয়, কুৎসিত আমোদ প্রমোদে রুচি জন্মায়।

আমরা বড় ভাল মানুষ, ভাল মানষি আমাদের অস্থি মজ্জায় মিশিয়া পড়িয়াছে। আমরা প্রত্যেকেই আমাদের নৈতিক মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া ভাল মানুষ সাজিয়া বসিয়া আছি। ভাল মানুষ হওয়াই এখন আমা-

দের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হইয়া পড়িয়াছে। আপনি যদি কোন কুৎসিত কার্য্যের জন্য আমার সাহায্য প্রার্থনা করেন আমি আপনাকে সে সাহায্য দান করিতে কখনই অস্বীকার করিতে সাহস পাইব না। আজ আপনি যদি কোন চাকুরীর জন্য আমার একটী বন্ধুর নিকট কোন অনুরোধ পত্র চান, আমি আপনাকে অত্যন্ত অসাধু ও মদ্যপায়ী বলিয়া জানিলেও সে অনুরোধপত্রখানা দিতে কদাচ কুণ্ঠিত হইব না। আজ যদি আমার হাতে কোন প্রকার ইলেক্‌সনের ভোট থাকে আর সেই ইলেক্‌সনের জন্য যদি দশজন লোক ভোটপ্রার্থী হন তবে আমি নিশ্চয়ই সেই দশজনের প্রত্যেককেই আমার ভোট দিতে প্রতিশ্রুত হইব। ক্ষমতা ও গুণের বিচার এবং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা না করিয়া তাঁহাদের প্রত্যেককেই আমি সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিব। কাহাকেও 'না' বলিবার শক্তি আমার বিকাশ পায় নাই। স্পেড্‌কে (Spade) স্পেড্ বলা আমি অত্যন্ত অন্যায় কর্ম্ম বলিয়া মনে করি। এইরূপ নৈতিক বলের অভাব থাকিলে সমাজ কি প্রকারে সঞ্জীবিত হইবে, বলুন?

আমাদের নৈতিক শক্তি নাই বলিয়াই আজকাল আমরা প্রকৃত গুণের আদর করিতে জানি না। গুণ না থাকিলে গুণের আদর করা বড় সহজ ব্যাপার নয়। গুণের আদর জানি না বলিয়াই ধনের আদর করিতে শিখিয়াছি। তাই যেখানে রবার-টায়ার গাড়ী, উয়েলার জুড়ি ও বৈদ্যুতিক পাখা, আলো এবং সুমসৃণ ও সুরঞ্জিত চিনাংশুক উত্তরীয় দেখিতে পাই সেখানে আমি কোন বাদ প্রতিবাদ কিম্বা কিছু বিচার না করিয়া একেবারে

মোসাহেব সাজিয়া গিয়া দাঁড়াইয়া থাকি। যদিও আমি জানি যে অমুক বাবু তাহার পাপাচরণ দ্বারা, কিম্বা স্ত্রীপুত্র, পিতামাতা, ভ্রাতাভগ্নীর উপর দুর্ব্যবহার করিয়া সমাজকে ও পিতৃ-পিতামহকে নিরয়গামী করিতেছেন, কিন্তু তিনি যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে তাঁর বাড়ীতে কোন দিন কোন টী-পার্টিতে (Tea Party) কিম্বা ইভিনিং-পার্টিতে (Evening Party) নিমন্ত্রণ করেন তবে আমি সেখানে না যাইয়া অবশ্যই থাকিতে পারিব না। আমি বালকের ন্যায় যেখানে আহার-বিহার-আমোদ দেখিব সেইখানে কোন বিচার না করিয়া গিয়া উপস্থিত হইব।

রাজশক্তিকে আমরা অনেক সময় উপেক্ষা করিয়া থাকি। উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিদিগের কার্য্যাবলী আমরা তীব্র ও অসংযত ভাষায় সমালোচনা করিতে কখনও ভীত হই না। সমাজের ইষ্টানিষ্টের প্রতি অধিকাংশ সময়ই আমাদের কোন ভ্রূক্ষেপ থাকে না। কিন্তু মদোদ্ধত ধনীর প্রীতি-সম্ভাষণ ও আদর-আহ্বান আমরা প্রাণান্তেও অবহেলা করিতে পারি না।

আর একটী জিনিসকে আমরা অবহেলা করিতে পারি না,—সেটী করতালি। আমাদের ভিতরে করতালির বড়ই সমাদর। করতালিকে আমরা অন্তর হইতে ভাল বাসিয়া থাকি। রবিবাবুও আমাদিগকে অনেক স্থলে এই করতালি পাইবার জন্য উপযোগী হইতে পরামর্শ দিয়াছেন। গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে উপাধি পাওয়ার এবং সমাজের নিকট ধন্য হইবার চেষ্টা মনের একই ভাবের রূপান্তর মাত্র। একজন লোকের মন জোগাইতে যেরূপ স্বাধীনতা ও সৎসাহস বিক্রয় করিতে হয় পঞ্চসহস্র

লোকের অনুরাগ পাইতে হইলেও অনেক সময়ে তেমনি স্বাধীনতা ও সৎসাহস বিক্রয় করিতে হয়। শুধু সত্য ও ন্যায়ের জন্য আমরা কেহই আমাদের কোন স্বার্থত্যাগ কিম্বা জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হই নাই।

জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তার করিয়া এই সমস্ত দোষ ও ত্রুটীগুলি আমাদিগকে সংশোধন করিতে হইবে এবং প্রকৃত চরিত্র গঠন করিয়া ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে গুণের সম্মান করিতে উদ্যোগী হইতে হইবে। সমাজকে নিরর্থক গালি দেওয়ায় কোন ফল নাই। আমাদের সকলেরই আত্মোন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। আমাদিগের নৈতিক শক্তির বিকাশের জন্য যথেষ্ট প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের প্রত্যেকের নিজের হৃদয় পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে যে আমাদের ভিতরে সত্যানুরাগ ও সৎসাহস কতটুকু বিকশিত হইয়াছে এবং আশানুরূপ বিকশিত না হইয়া থাকিলে তাহার প্রতিকারের বিধান করিতে হইবে। আমাদের প্রত্যেককে সাদাকে সাদা ও কালোকে কাল বলিতে এবং অন্যায় কার্য্যে কোন সাহায্য না করিতে শিক্ষা করিতে হইবে। জিনিসের প্রকৃত স্বরূপ ও তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া এখন যেন মিথ্যা কথা কিম্বা মিথ্যা ব্যবহার করিয়া কাহাকেও প্রতারিত, প্রবঞ্চিত ও বিমুগ্ধ করিতে চেষ্টা না পাই। লক্ (Locke) সত্য সত্যই বলিয়াছেন : "to love truth for truth's sake is the principal part of human perfection in this world and the seed-plot of all other virtues." সত্যকে চর্চ্চা করিতে হইবে সত্য ও কর্ত্তব্যের অনুরোধে—গবর্ণমেণ্টের নিকট উপাধি পাইবার

কিম্বা সমাজের নিকট ধন্য হইবার জন্য নহে। রামমোহন রায়, দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর কিম্বা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যদি সত্যানুরোধে সত্যের অনুসন্ধান না করিয়া গবর্ণমেণ্ট কিম্বা স্বদেশী সমাজের নিকট বাহবা লইবার জন্য বুদ্ধি ও শক্তি ব্যয় করিতেন তবে তাঁহারা অনেক উপাধি ও করতালি পাইতেন সন্দেহ নাই, কিন্তু বঙ্গমাতার তাহাতে বিশেষ গৌরব করিবার কোন কারণ থাকিত না।

যখন আমরা আমাদের সমস্ত দোষ ও ক্রটীগুলি অনেক পরিমাণে সংশোধিত করিয়া লইতে সমর্থ হইব তখন সমাজ আপনাআপনি উন্নত ও শক্তিশালী হইয়া উঠিবে। তখন প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সমাজপতি বাছিয়া লইতে হইবে না, সমাজের প্রতিমা স্থাপনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইতে হইবে না এবং সমাজের একতা সপ্রমাণ করিবার বিশেষ কোন আবশ্যকতা অনুভূত হইবে না।

আসুন, আজ সকলে আমরা সমাজ ও সরকারকে জাগ্রত ও কর্ত্তব্যানুরত করিবার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে, জননী জন্মভূমির কল্যাণোদ্দেশে বদ্ধপরিকর হইয়া আত্মোন্নতির চেষ্টা করিতে আরম্ভ করি এবং স্বীয় স্বীয় চরিত্রে ও শিক্ষায় যে সমস্ত দূষণীয় অংশ আছে তাহা সমূলে উৎপাটন করিয়া নৈতিক শক্তির বিকাশ করিয়া আপনাদিগকে ধন্য করি, আমাদের সমাজকে ধন্য করি এবং সর্ব্বোপরি এই 'দেবতার বিহারস্থল, প্রাচীন ঋষিদিগের তপস্যার আশ্রম, পিতৃপিতামহদের মাতৃভূমি' ভারতবর্ষকে ধন্য করি।